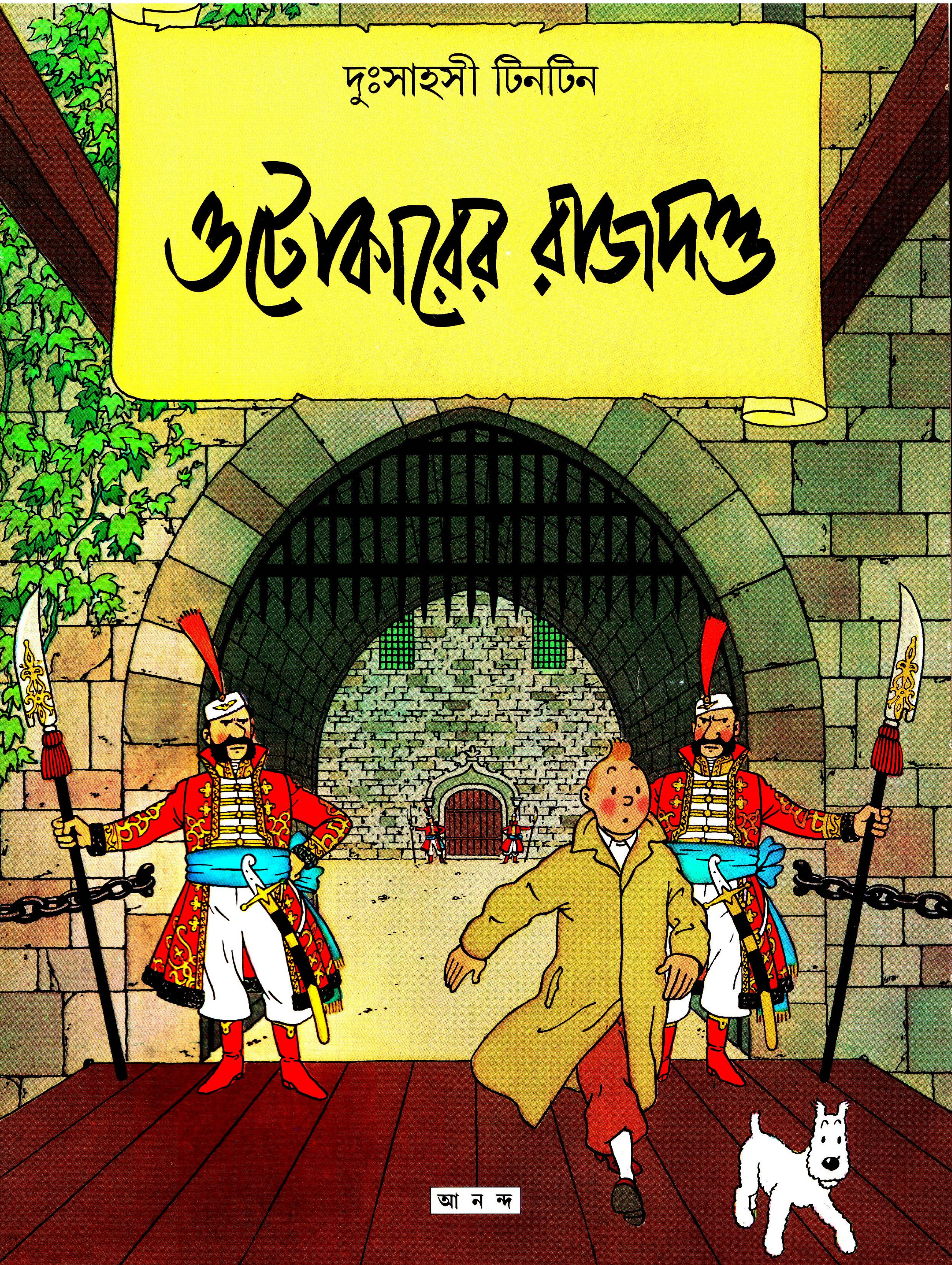
দুঃসাহসী টিনটিন
ওটোকারের রাজদণ্ড
আনন্দ

হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

ওটোকারের রাজদণ্ড

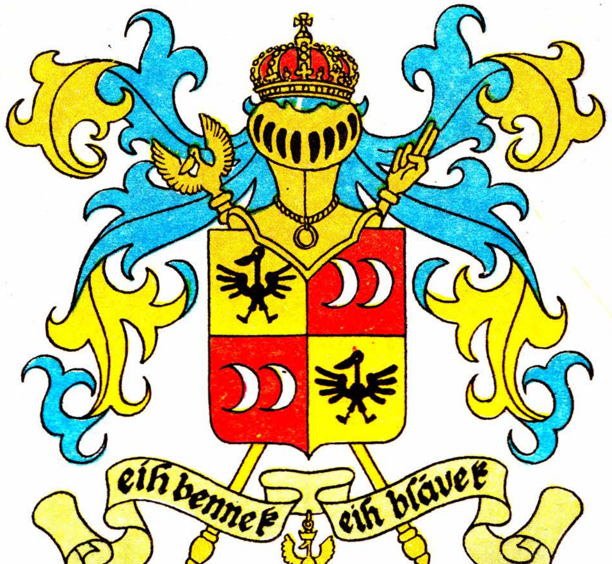

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৯

টিনটিনের বই নিম্নলিখিত ভাষাগুলিতে প্রকাশিত হয়:

আলসাসিয়েন	কাস্টারমান
বাস্ক	এ́লকার
বাংলা	আনন্দ
বার্নিজ	এমনতালের ড্রুক
ব্রেটন	আন হিয়ার
কাতালান	কাস্টারমান
চিনা	কাস্টারমান/চায়না চিলড্রেন পাবলিশিং
কর্সিকান	কাস্টারমান
ড্যানিশ	কার্লসেন
ডাচ	কাস্টারমান
ইংরেজি	এগমন্ট ইউ কে লি./লিট্‌ল, ব্রাউন অ্যান্ড কোং
এসপারান্তো	এসপারেন্টিক্স/কাস্টারমান
ফিনিশ	ওতাভা
ফরাসি	কাস্টারমান
গালো	রু দে স্ক্রিব
গোমে	কাস্টারমান
জার্মান	কার্লসেন
গ্রিক	কাস্টারমান
হিব্রু	মিজরাহি
ইন্দোনেশীয়	ইন্দিরা
ইতালীয়	কাস্টারমান
জাপানি	ফুকুইনকান
কোরীয়	কাস্টারমান/সোল
লাতিন	এলি/কাস্টারমান
লুক্সেমবুর্গিস	অ্যাঁপ্রেমেরি স্যাঁ-পল
নরওয়েজিয়ান	এগমন্ট
পিকার	কাস্টারমান
পোলিশ	কাস্টারমান/মোতোপোল
পর্তুগিজ	কাস্টারমান
প্রভংসাল	কাস্টারমান
রোমঁশ	লিজিয়া রোমোঁতশা
রুশ	কাস্টারমান
সার্বো ক্রোয়েশিয়ান	ডেকিয়ে নোভিন
স্পেনীয়	কাস্টারমান
সুইডিশ	কার্লসেন
থাই	কাস্টারমান
তিব্বতি	কাস্টারমান
তুর্কি	ইয়াপি ক্রেডি ইয়াইনলারি

ISBN 81-7215-574-3

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন
বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম,
যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি)
মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও
তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে
উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
© চিত্র ১৯৪৮ এডিশান্‌স, কাস্তারমান, প্যারিস ও তুর্নাই।
© পুনর্নবীকরণ ১৯৭৫, কাস্টারমান
© বাংলা তর্জমা ডিসেম্বর ১৯৯৫ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯৬
নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, ভারত
থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
ব্লক সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৯১, ভারত থেকে মুদ্রিত।

২০০.০০

ওটোকারের রাজদণ্ড

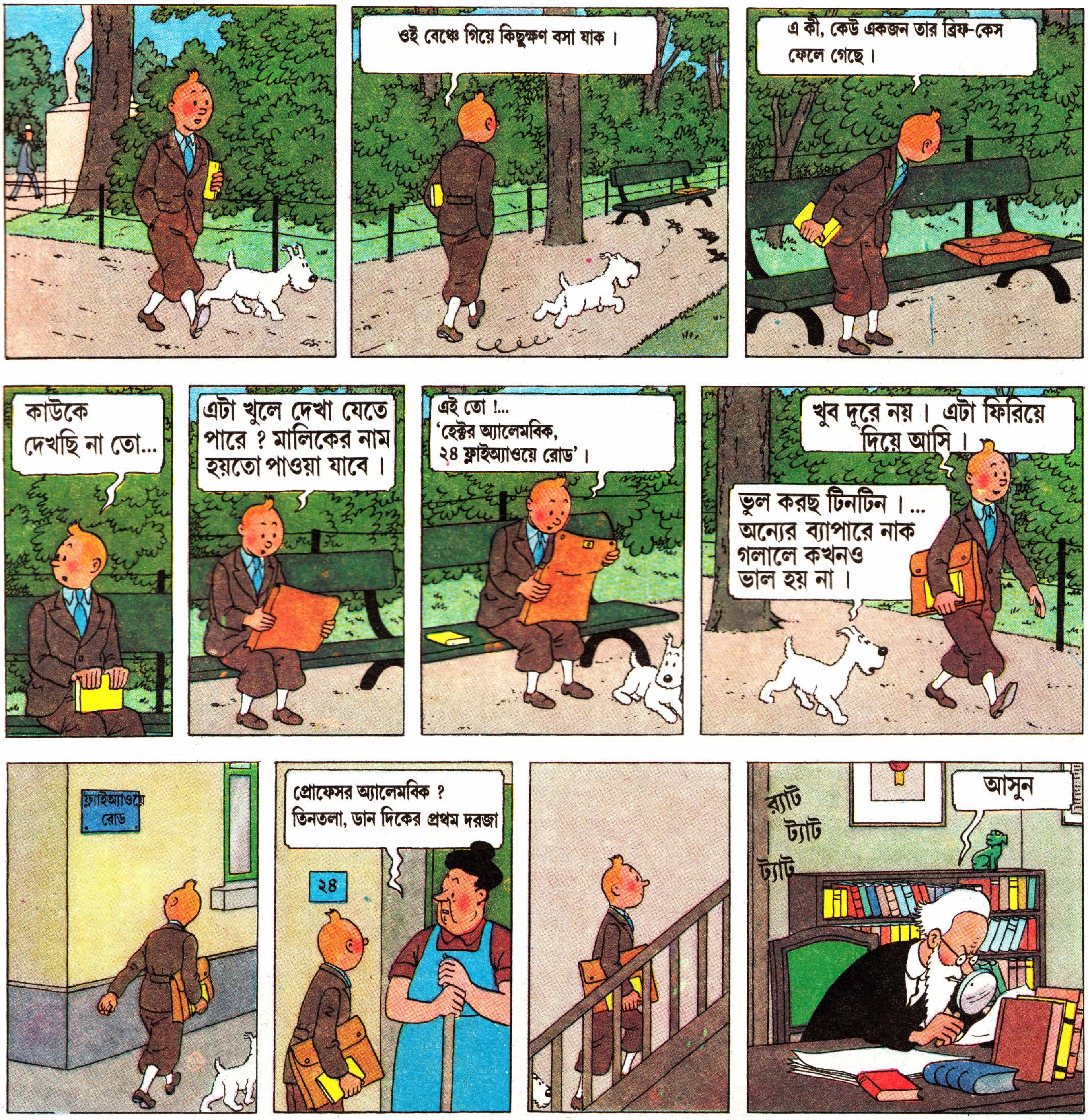

ওই বেঞ্চে গিয়ে কিছুক্ষণ বসা যাক ।
এ কী, কেউ একজন তার ব্রিফ-কেস ফেলে গেছে ।
কাউকে দেখছি না তো...
এটা খুলে দেখা যেতে পারে ? মালিকের নাম হয়তো পাওয়া যাবে ।
এই তো !... 'হেক্টর অ্যালেমবিক, ২৪ ফ্লাইঅ্যাওয়ে রোড' ।
খুব দূরে নয় । এটা ফিরিয়ে দিয়ে আসি ।
ভুল করছ টিনটিন ।... অন্যের ব্যাপারে নাক গলালে কখনও ভাল হয় না ।
ফ্ল্যাইঅ্যাওয়ে রোড
২৪
প্রোফেসর অ্যালেমবিক ? তিনতলা, ডান দিকের প্রথম দরজা
র‍্যাট
ট্যাট
ট্যাট
আসুন

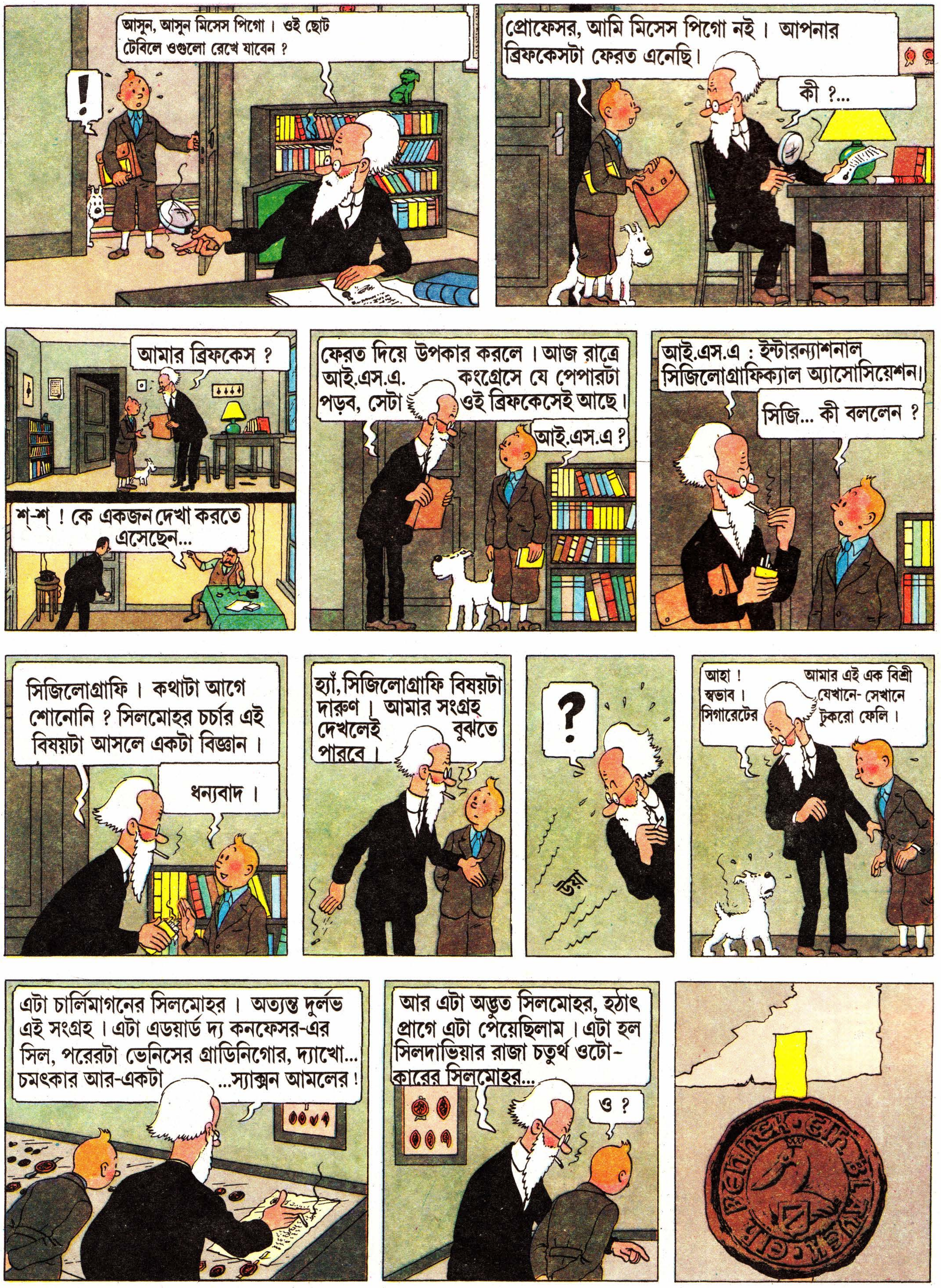

আসুন, আসুন মিসেস পিগো । ওই ছোট টেবিলে ওগুলো রেখে যাবেন ?
!
প্রোফেসর, আমি মিসেস পিগো নই । আপনার ব্রিফকেসটা ফেরত এনেছি।
কী ?...
আমার ব্রিফকেস ?
শ্-শ্ ! কে একজন দেখা করতে এসেছেন...
ফেরত দিয়ে উপকার করলে । আজ রাত্রে আই.এস.এ. কংগ্রেসে যে পেপারটা পড়ব, সেটা ওই ব্রিফকেসেই আছে।
আই.এস.এ ?
আই.এস.এ : ইন্টারন্যাশনাল সিজিলোগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন।
সিজি... কী বললেন ?
সিজিলোগ্রাফি । কথাটা আগে শোনোনি ? সিলমোহর চর্চার এই বিষয়টা আসলে একটা বিজ্ঞান ।
ধন্যবাদ ।
হ্যাঁ, সিজিলোগ্রাফি বিষয়টা দারুণ । আমার সংগ্রহ দেখলেই বুঝতে পারবে ।
?
আহা ! আমার এই এক বিশ্রী স্বভাব । যেখানে- সেখানে সিগারেটের টুকরো ফেলি ।
এটা চার্লিমাগনের সিলমোহর । অত্যন্ত দুর্লভ এই সংগ্রহ । এটা এডয়ার্ড দ্য কনফেসর-এর সিল, পরেরটা ভেনিসের গ্রাডিনিগোর, দ্যাখো... চমৎকার আর-একটা ...স্যাক্সন আমলের !
আর এটা অদ্ভুত সিলমোহর, হঠাৎ প্রাগে এটা পেয়েছিলাম । এটা হল সিলদাভিয়ার রাজা চতুর্থ ওটোকারের সিলমোহর...
ও ?

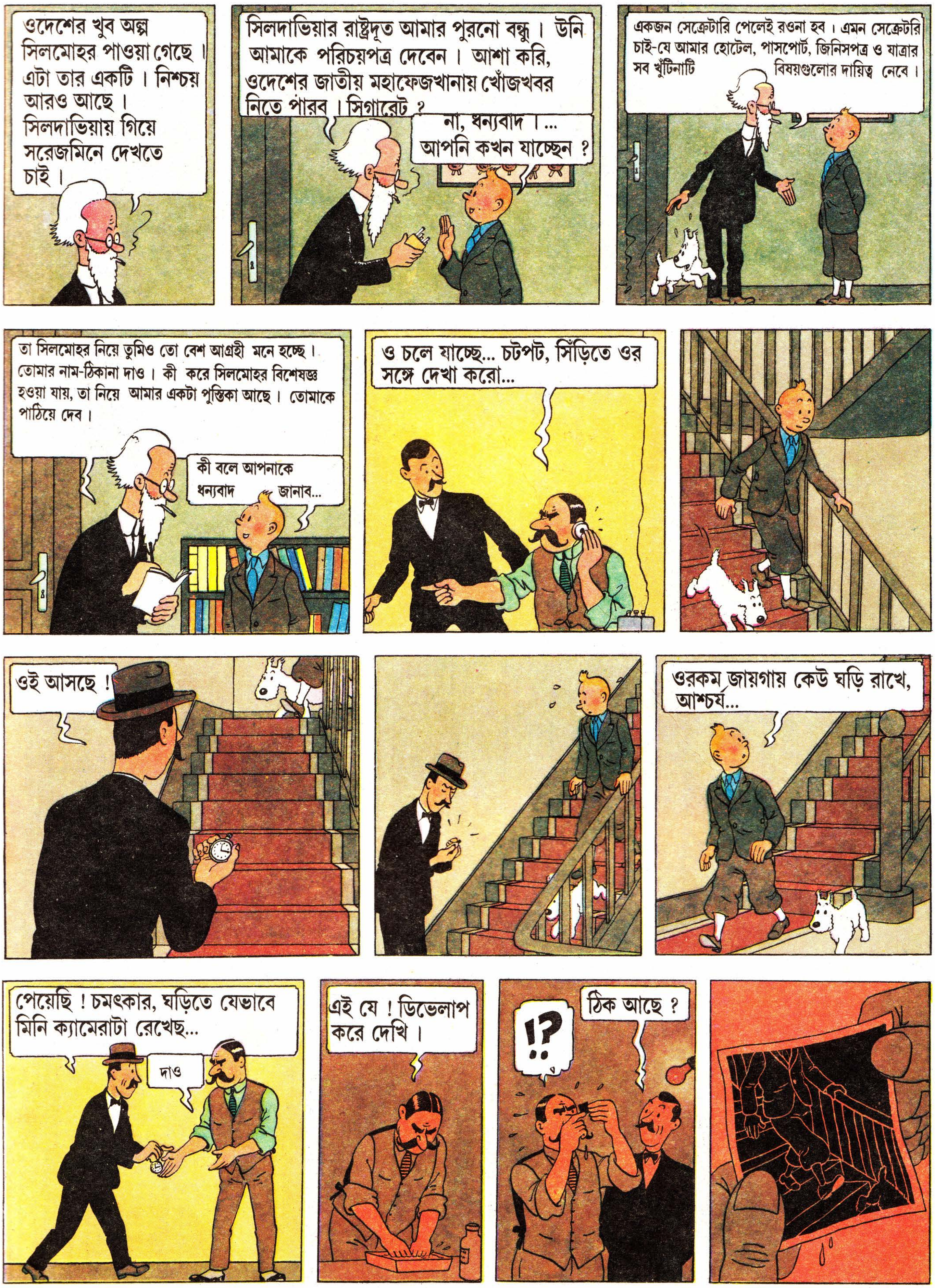
ওদেশের খুব অল্প সিলমোহর পাওয়া গেছে। এটা তার একটি। নিশ্চয় আরও আছে। সিলদাভিয়ায় গিয়ে সরেজমিনে দেখতে চাই।
সিলদাভিয়ার রাষ্ট্রদূত আমার পুরনো বন্ধু। উনি আমাকে পরিচয়পত্র দেবেন। আশা করি, ওদেশের জাতীয় মহাফেজখানায় খোঁজখবর নিতে পারব। সিগারেট?
না, ধন্যবাদ।... আপনি কখন যাচ্ছেন?
একজন সেক্রেটারি পেলেই রওনা হব। এমন সেক্রেটরি চাই-যে আমার হোটেল, পাসপোর্ট, জিনিসপত্র ও যাত্রার সব খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর দায়িত্ব নেবে।
তা সিলমোহর নিয়ে তুমিও তো বেশ আগ্রহী মনে হচ্ছে। তোমার নাম-ঠিকানা দাও। কী করে সিলমোহর বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়, তা নিয়ে আমার একটা পুস্তিকা আছে। তোমাকে পাঠিয়ে দেব।
কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব...
ও চলে যাচ্ছে... চটপট, সিঁড়িতে ওর সঙ্গে দেখা করো...
ওই আসছে!
ওরকম জায়গায় কেউ ঘড়ি রাখে, আশ্চর্য...
পেয়েছি! চমৎকার, ঘড়িতে যেভাবে মিনি ক্যামেরাটা রেখেছ...
দাও
এই যে! ডিভেলাপ করে দেখি।
!?
ঠিক আছে?

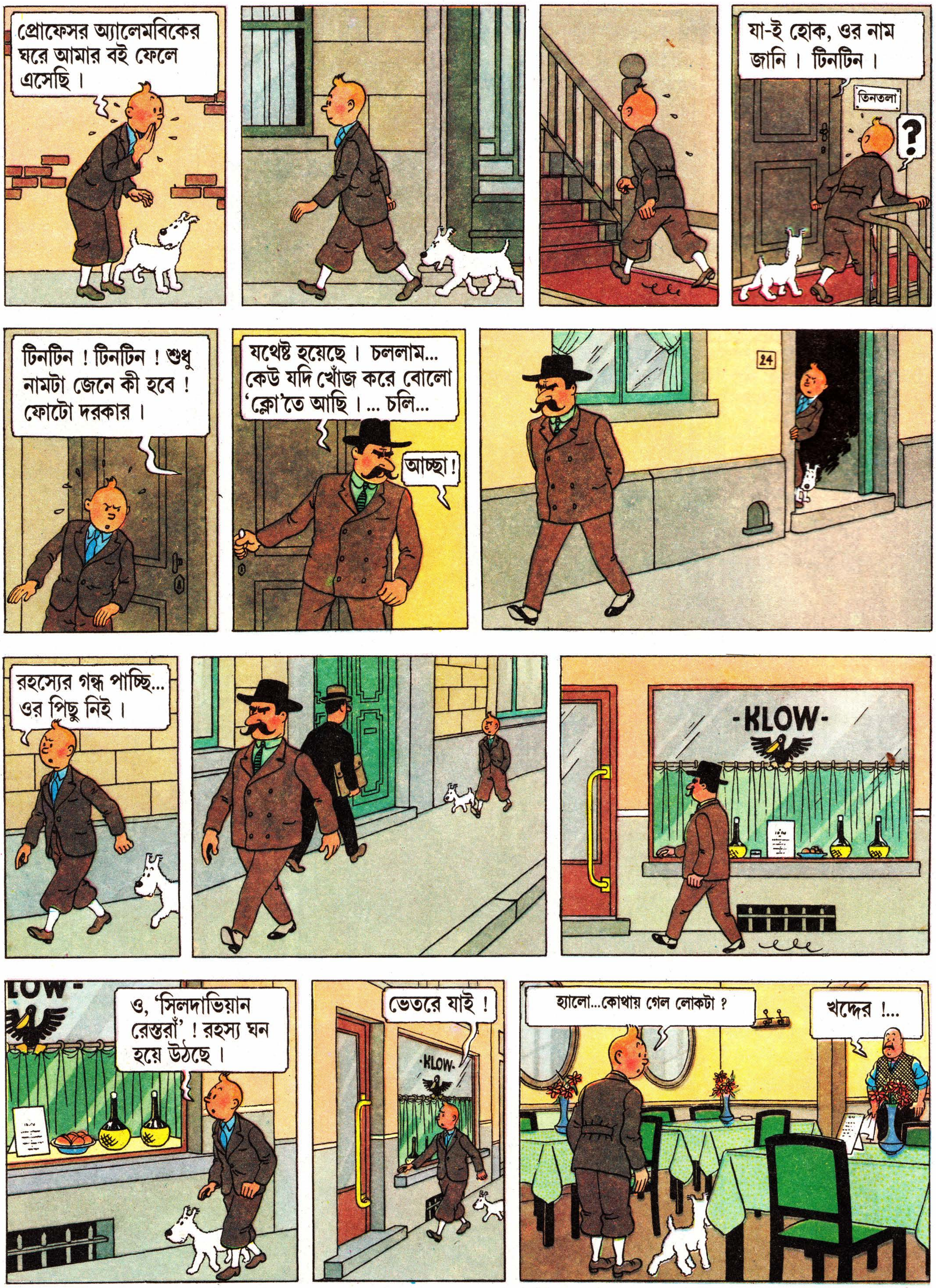
প্রোফেসর অ্যালেমবিকের ঘরে আমার বই ফেলে এসেছি ।
যা-ই হোক, ওর নাম জানি । টিনটিন ।
তিনতলা
?
টিনটিন ! টিনটিন ! শুধু নামটা জেনে কী হবে ! ফোটো দরকার ।
যথেষ্ট হয়েছে । চললাম... কেউ যদি খোঁজ করে বোলো 'ক্লো'তে আছি । ... চলি...
আচ্ছা !
24
রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি... ওর পিছু নিই ।
-KLOW-
ও, 'সিলদাভিয়ান রেস্তরাঁ' ! রহস্য ঘন হয়ে উঠছে ।
ভেতরে যাই !
-KLOW-
হ্যালো...কোথায় গেল লোকটা ?
খদ্দের !...

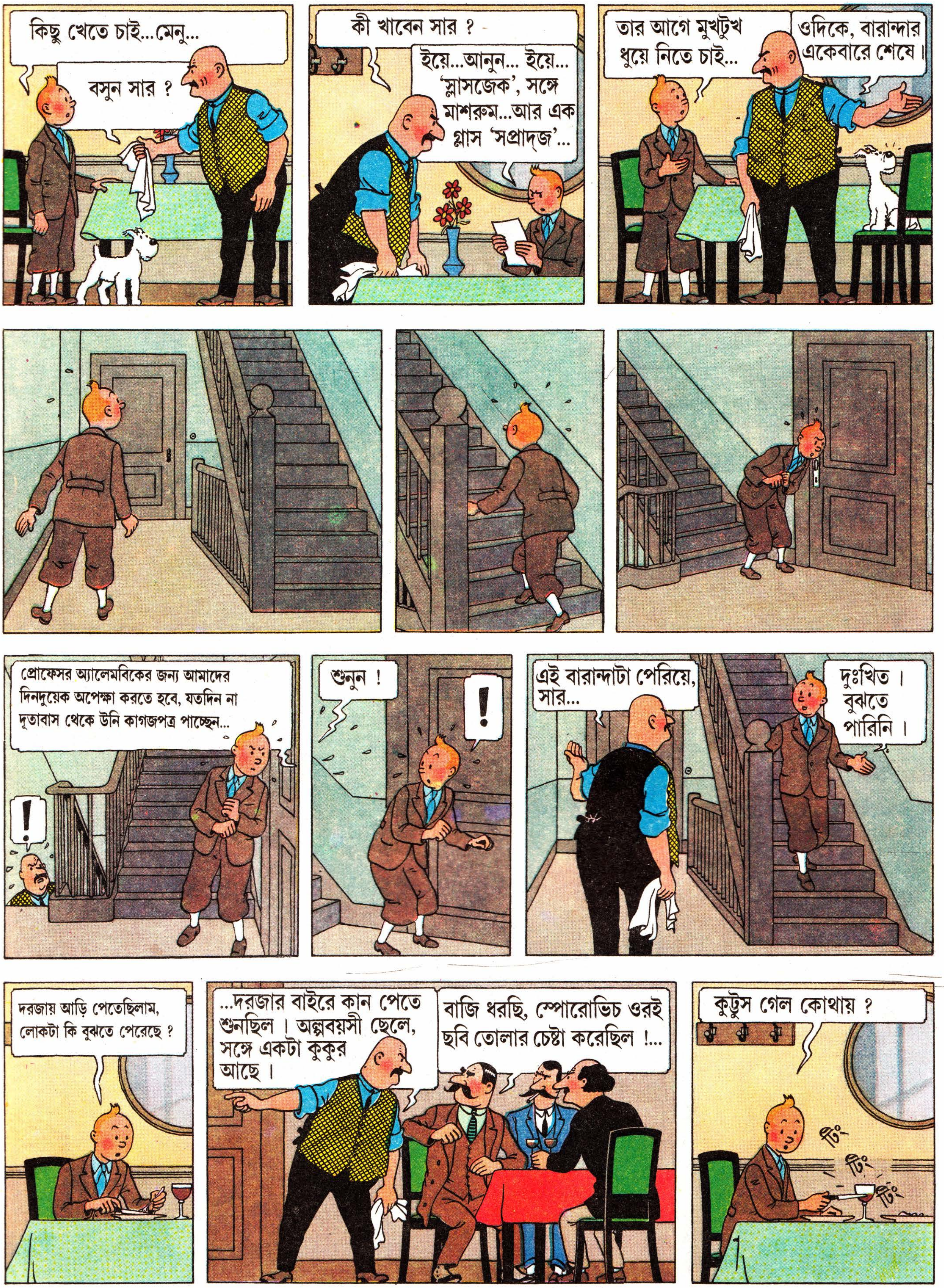

কিছু খেতে চাই...মেনু...
বসুন সার ?
কী খাবেন সার ?
ইয়ে...আনুন... ইয়ে... 'স্লাসজেক', সঙ্গে মাশরুম...আর এক গ্লাস 'সপ্রাদ্জ'...
তার আগে মুখটুখ ধুয়ে নিতে চাই...
ওদিকে, বারান্দার একেবারে শেষে।
প্রোফেসর অ্যালেমবিকের জন্য আমাদের দিনদুয়েক অপেক্ষা করতে হবে, যতদিন না দূতাবাস থেকে উনি কাগজপত্র পাচ্ছেন...
!
শুনুন !
!
এই বারান্দাটা পেরিয়ে, সার...
দুঃখিত । বুঝতে পারিনি ।
দরজায় আড়ি পেতেছিলাম, লোকটা কি বুঝতে পেরেছে ?
...দরজার বাইরে কান পেতে শুনছিল । অল্পবয়সী ছেলে, সঙ্গে একটা কুকুর আছে ।
বাজি ধরছি, স্পোরোভিচ ওরই ছবি তোলার চেষ্টা করেছিল !...
কুট্টুস গেল কোথায় ?
টিং
টিং
টিং

আমার বিলটা আনুন
এখনই আনছি, সার...
?
'ক্লো'
সিলদাভিয়ান রেস্তরাঁ
৩৮ নাইটিঙ্গেল রোড
প্রোপ্রাইটর : জে. নসভিচ্
১. স্লাসজেক — ১.২০
১. মাশরুম —
সঙ্গে সপ্রাদ্‌জ — .৬০
১.৮০
বিক্রয়কর ১০% — .১৮
১.৯৮
অন্যের ব্যাপারে নাক গলালে
বিপদ অবশ্যম্ভাবী !
সিলদাভিয়ান প্রবাদ
এর মানে কী ?
কোনটা সার ?... ও হ্যাঁ, সিলদাভিয়ার পুরনো প্রথাটা জানেন তো সার ?...আমাদের দেশে রেস্তরাঁর বিলে সব সময় প্রবাদ লেখা থাকে !
তা'ই বুঝি ?
হ্যাঁ, সার। প্রথাটা সুন্দর, তা'ই না ? ধন্যবাদ, আমাদের খাবার ভাল লেগেছে তো সার ?
খুব ভাল লেগেছে, স্লাসজেকটা দারুণ। কী করে এটা তৈরি করেন ?
এটা, আমাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য : সিলদাভিয়ান সসে কুকুরছানার পেছনের পা...
কুট্টুস !
কুট্টুস !
কুট্টুস !
?
ওই তো কুট্টুস !
...কোথায় লুকিয়েছিলি ?
আবার আসবেন, সার !
হা ! হা ! হা ! তাড়াতাড়ি নিশ্চয় ওঁকে দেখা যাবে না।

কী দেখছি এখানে !
অদ্ভুত ! সবকিছুই অদ্ভুত !...
হিক
জেমস
হিক
কয়েক মিনিট পরে...
সাফ... সুর... সিব...পেয়েছি । সিলদাভিয়া : বলকান পেনিনসুলা একটি রাজ্য । দ্বাদশ শতকে বরদুরিয়ানরা দখল করেছিল ।
ক্রি রি রিং
ক্রি রি রিং
ক্রি রি রিং
হ্যালো ? হ্যাঁ, আমি... আমি বলছি ? কে আপনি ? কী ? পরে বলবেন ?... আমার সঙ্গে এসে দেখা করতে পারেন ?...কী বিষয়ে ? ও !... ঠিক আছে... সাড়ে আটটা নাগাদ আপনাকে আশা করব.. আসুন...
কথায় বিদেশি টান... গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা জানাতে চান... ?
হিক
১২৭৫ সালে সিলদাভিয়ার জনগণ বরদুরিয়ানদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন । ১২৭৭-এ বিপ্লবী নেতা ব্যারন আলমাসজুতকে রাজা করা হয় । তিনি নাম নিয়েছিলেন প্রথম ওটোকর । কিন্তু প্রথম প্রেমিসল ওটোকারের সঙ্গে তাঁর নাম গুলিয়ে ফেললে চলবে না ।
হিক
সাড়ে আটটা বাজতে চলল । রহস্যময় বিদেশির এখনই আসার কথা ।
টিনটিন
ক্রি রি রিং
হিক
?

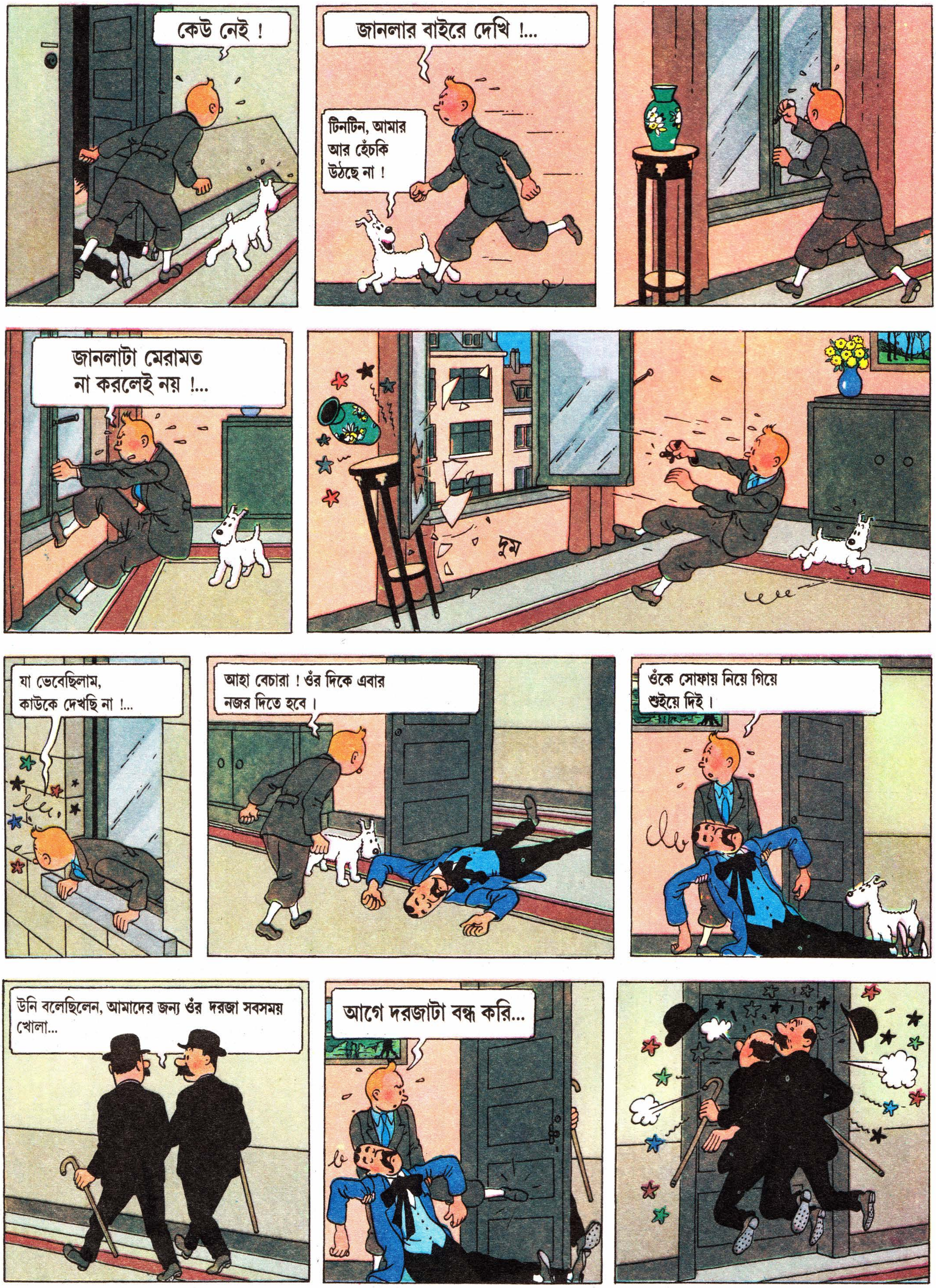

কেউ নেই !
জানলার বাইরে দেখি !...
টিনটিন, আমার আর হেঁচকি উঠছে না !
জানলাটা মেরামত না করলেই নয় !...
দুম
যা ভেবেছিলাম, কাউকে দেখছি না !...
আহা বেচারা ! ওঁর দিকে এবার নজর দিতে হবে ।
ওঁকে সোফায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিই ।
উনি বলেছিলেন, আমাদের জন্য ওঁর দরজা সবসময় খোলা...
আগে দরজাটা বন্ধ করি...

আপনার অভ্যর্থনা জানানোর রীতিটা ভারী সুন্দর !... ওঃ ! কী ব্যাপার !
?
ওঁকে সোফায় শুইয়ে দেব, একটু সাহায্য করবেন ?
মরে গেছে... নাকি ?
তা হলে বলো কী হয়েছে ।
না ! বেঁচে আছে । বুকটা ধুকপুক করছে ।
কী হয়েছে ?... ঘণ্টাখানেক আগে ফোন করে ইনি দেখা করতে চেয়েছিলেন । রাজি হয়েছিলাম । সাড়ে আটটায় ডোর-বেল বেজে উঠল । দরজা খুলতেই ইনি লুটিয়ে পড়লেন...
হুম !
কী করে বুঝলেন ইনিই আপনাকে ফোন করেছিলেন ?
ঠিক জানি না । তবে মনে হয়, ইনিই...
এখানে যে ধস্তাধস্তির প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ?
ধস্তাধস্তির প্রমাণ ! আমাকে তো বন্ধ জানলাটার সঙ্গেই ধস্তাধস্তি করতে হয়েছে । আপনি কি বলছেন, আমিই লোকটিকে আঘাত করেছি ?
তা বলিনি, তবে...
ক্ষমা করবেন মশাই !
জানতে পারি কি, আমি কী করছি এখানে ?...
আপনাকে এ-প্রশ্ন তো আমারই করা উচিত...
গোড়ার কথায় আসুন ? আপনার আততায়ীর বর্ণনা দিতে পারেন ?
আমার আততায়ী ?... কে সে ?
এটা রসিকতার সময় নয়... বলুন, আপনার নাম কী ?
আমি...ভেবে দেখি...কী অদ্ভুত, কিছুতেই মনে করতে পারছি না !

শেষ কথাটা শুনে রাখুন । রসিকতার চেষ্টা করবেন না । কী নাম আপনার ?
বলুন... বলে ফেলুন !
ধরা যাক, উনি সত্যি কথাই বলছেন । অ্যামনেসিয়ায় ভুগছেন, অর্থাৎ স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছেন ?
এর সঙ্গে এনিমিয়ার সম্পর্ক কী ?
অ্যামনেসিয়া ! মাথায় চোট লাগায় হয়তো ওঁর স্মৃতি হারিয়ে গেছে । এরকম হয় । আমি যদি আপনি হতাম, তা হলে ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাতাম...
তুমি কী বলো ?
দেখা যাক...
ব্যাপারটা আমি বিশ্বাস করি না ...
অদ্ভুত ? মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না ...
যা'ই হোক, জানলায় নতুন কাচ লাগাব ...
হ্যালো বিল্ডারের অফিস ? জানলার একটা কাচ বদলে দেবেন ? হ্যাঁ...টিনটিন...রাত্রে আসবেন ? বাঃ !...
ক্রিং
ও আপনি ! আসুন ।
এই যে ...
ধন্যবাদ
শুভরাত্রি মিঃ টিনটিন । সাহায্য করলে খুশি হই !...
খুশি ! আশা করি বহুদিন আর দরকার হবে না...
!?
ঝন-ঝনাত

কাউকে দেখছি না... রাস্তা ফাঁকা ।
ও ! এই পাথরের সঙ্গে চিঠি বেঁধে ছোড়া হয়েছে...
শেষবার বলছি : নিজের চরকায় তেল দাও !
'শেষবার' ... অর্থাৎ, 'আগেও সাবধান করা হয়েছে' । কখন ? ও, সে তো সেই ক্লো রেস্তরাঁয় । হ্যাঁ ... ওরাও সিলদাভিয়ান । মাথাটা খাটাই । ... প্রোফেসরের সেক্রেটারি হয়ে ওঁর সঙ্গে সিলদাভিয়া গেলে কেমন হয় ?
পরের দিন...
দুঃসংবাদ ! টিনটিন আজ সকালে প্রোফেসর অ্যালেম্‌বিকের সঙ্গে দেখা করে ওঁর সেক্রেটারি হয়ে সিলদাভিয়া যেতে রাজি হয়েছে !... ও এখন পাসপোর্ট করাতে ব্যস্ত । ও যদি প্রোফেসরের সঙ্গে যায়, আমাদের পরিকল্পনা বানচাল হবেই !...
আমার ওপর ছেড়ে দাও । টিনটিন যাতে না যায়, আমি দেখব ।
কয়েক ঘন্টা পরে ...
মিঃ টিনটিন ? উনি বাইরে গেছেন ।
ওটা কী ?
মিঃ টিনটিনের জন্য একটা পার্সেল ।
দাও । টিনটিনের জন্য ওপরে অপেক্ষা করব, ওঁর হাতেই এটা দেব ...
কিন্তু ...
কোনও কিন্তু নয়... আমরা পুলিশ !
পার্সেলের সঙ্গে একটা চিঠিও আছে । ... খুলে দেখব ?
'গতকালের ঘটনার ব্যাখ্যা চাইলে, এই পার্সেলে তা জানতে পারবে ।' বন্ধু
চমৎকার ! কী সৌভাগ্য ! এখন আমরা একটা দারুণ কিছু জানতে পারব ...
দু'জন লোক আপনার ঘরে অপেক্ষা করছেন । বললেন, ওঁরা পুলিশ ...
তা ভাল !
কী খবর নিয়ে এল কে জানে ...
দুম
!?

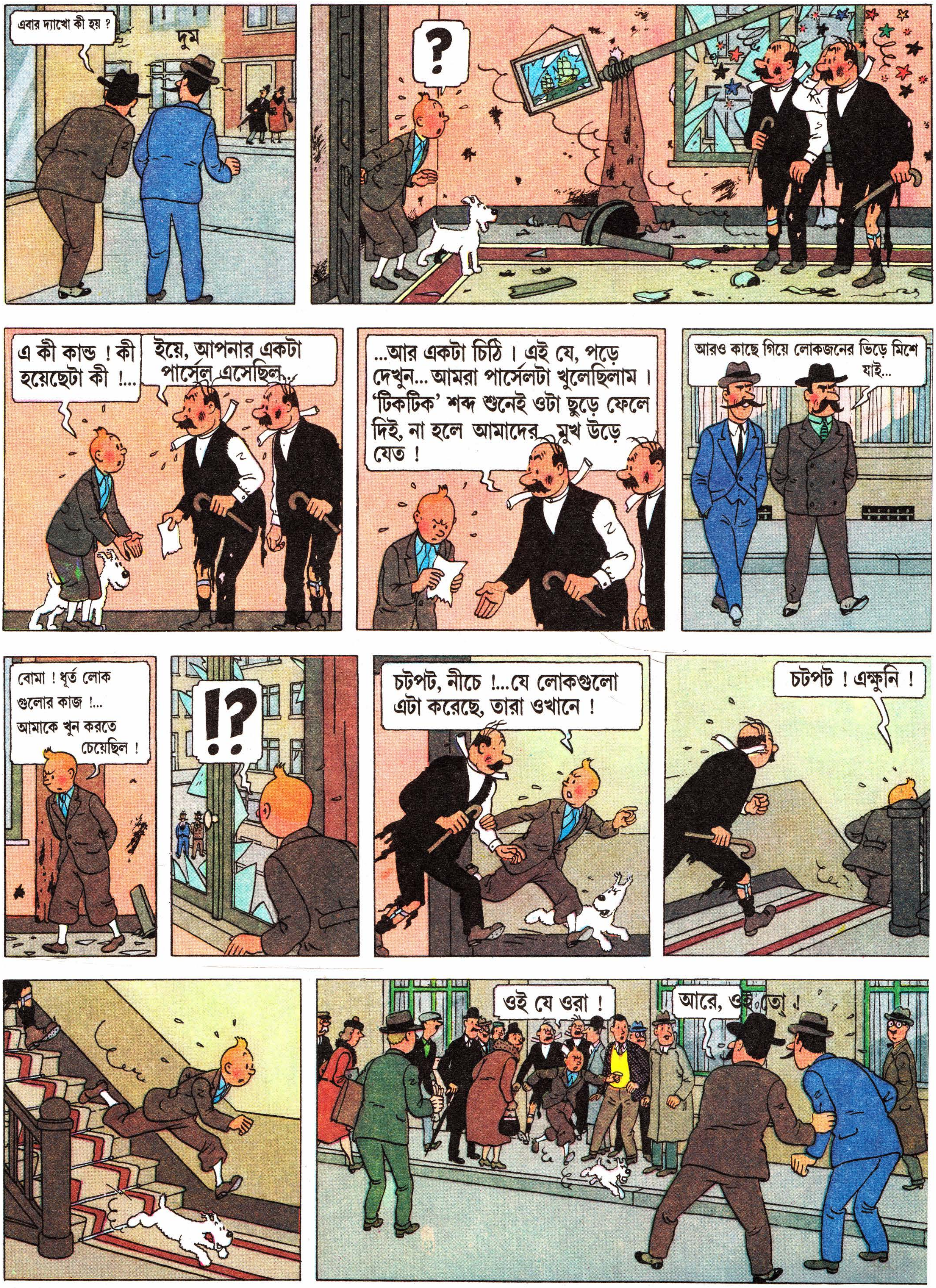

এবার দ্যাখো কী হয় ?
দুম
?
এ কী কান্ড ! কী হয়েছেটা কী !...
ইয়ে, আপনার একটা পার্সেল এসেছিল...
...আর একটা চিঠি । এই যে, পড়ে দেখুন... আমরা পার্সেলটা খুলেছিলাম । 'টিকটিক' শব্দ শুনেই ওটা ছুড়ে ফেলে দিই, না হলে আমাদের মুখ উড়ে যেত !
আরও কাছে গিয়ে লোকজনের ভিড়ে মিশে যাই...
বোমা ! ধূর্ত লোক গুলোর কাজ !... আমাকে খুন করতে চেয়েছিল !
!?
চটপট, নীচে !...যে লোকগুলো এটা করেছে, তারা ওখানে !
চটপট ! এক্ষুনি !
ওই যে ওরা !
আরে, ওই তো !

তাড়াতাড়ি গাড়িটা স্টার্ট দাও !... আমি ওদের সামলাচ্ছি।
সাবধান ! ...
ঢুসুম
আমাকে একটা বন্দুক দাও...
ঢুসুম
বেশ দেরি হল ! ওরা পালাল !
একটা মোটরবাইক !...ওদের পিছু নিতে হবে !
চলো যাই ! আমরা প্রস্তুত !
একেবারে ঠিক কথা : আমরা প্রস্তুত ।
খাঁটি কথা !...
যা কিছুই ঘটুক, শক্ত করে ধরে থাকো !

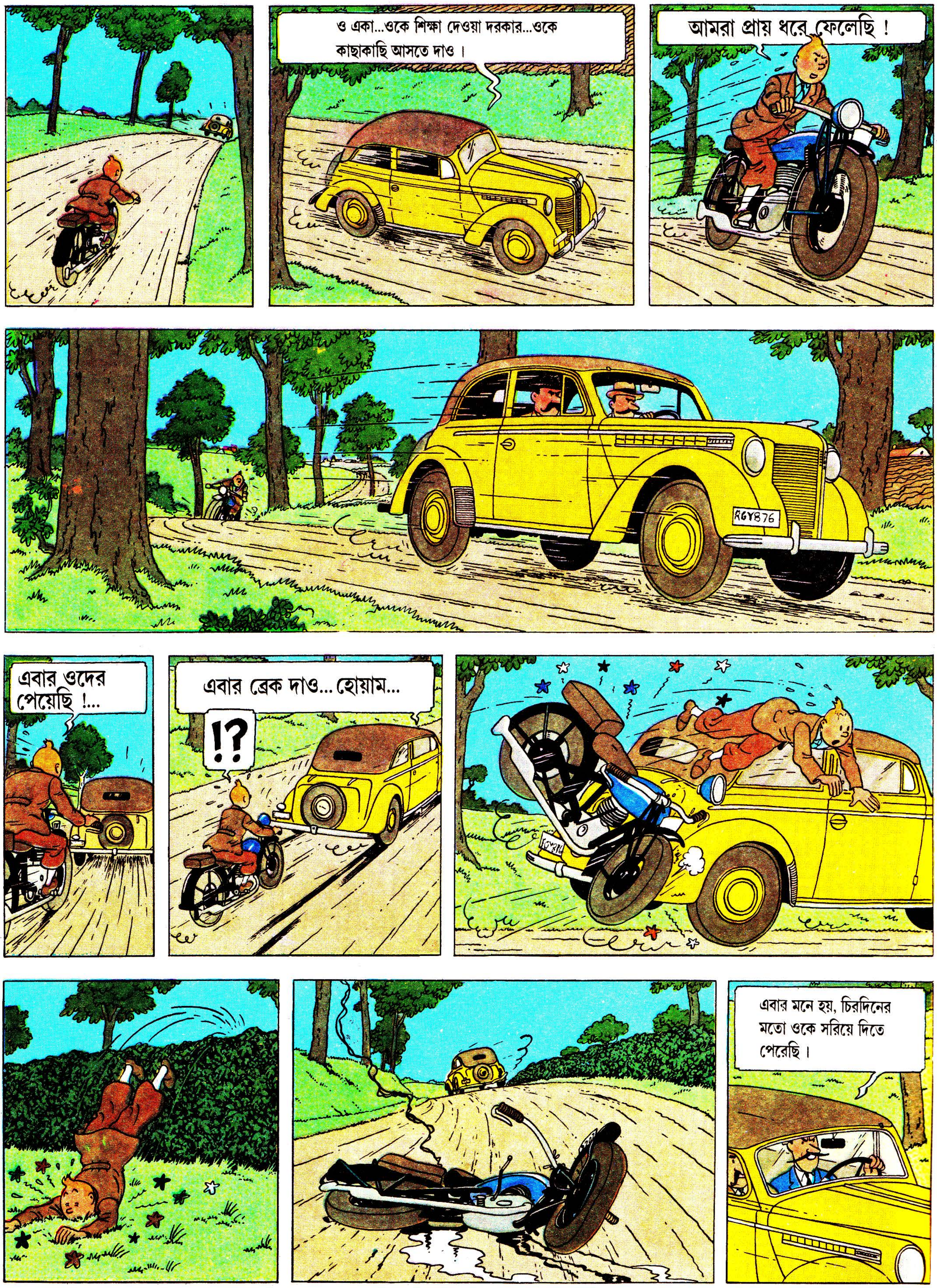
ও একা...ওকে শিক্ষা দেওয়া দরকার...ওকে কাছাকাছি আসতে দাও ।
আমরা প্রায় ধরে ফেলেছি !
এবার ওদের পেয়েছি !...
এবার ব্রেক দাও... হোয়াম...
!?
এবার মনে হয়, চিরদিনের মতো ওকে সরিয়ে দিতে পেরেছি ।

কুট্টুস কোথায় ? আর সব ? কী হল ওঁদের ?
হতেই পারে না ! কিন্তু সত্যিই তো, হ্যাঁ, ওঁরাই...কোত্থেকে এলেন ?
তুমি আচমকা স্টার্ট নিলে বলেই আমরা...আমরা তাল সামলাতে পারলাম না । তাই এই গাড়িটা নিয়ে চলে এলাম । ওদের পিছু নেব ?
ওরা এগিয়ে গেছে ।
আপনাদের এখানে ছেড়ে দিচ্ছি । এখনই আমার জিনিসপত্র গুছোতে হবে । কাল সিলদাভিয়া যাচ্ছি ।
ক্রি রি রিং
রি রিং
রি রিং
রি রিং
রি রি রিং
হ্যালো ?... হ্যাঁ... শুভসন্ধ্যা প্রোফেসর... আমাদের সফরের সবকিছু তৈরি.... হ্যাঁ, ক্লো প্লেনে আমি আসন রেখেছি কাল সকাল এগারোটায় বিমানবন্দরে দেখা হচ্ছে...
আমরা প্রাগ হয়ে যাব... হ্যাঁ ... আগামীকাল দেখা হচ্ছে, প্রোফেসর... হ্যাঁ ... আমি ... হ্যালো ? ... হ্যালো ? ... হ্যালো ?...
উঃ !... বাঁচাও ! ... আ আ আ ! ...
?
প্রোফেসর বিপদে পড়েছেন । চটপট ... একটা মুহূর্তও নষ্ট করা যায় না ...
24

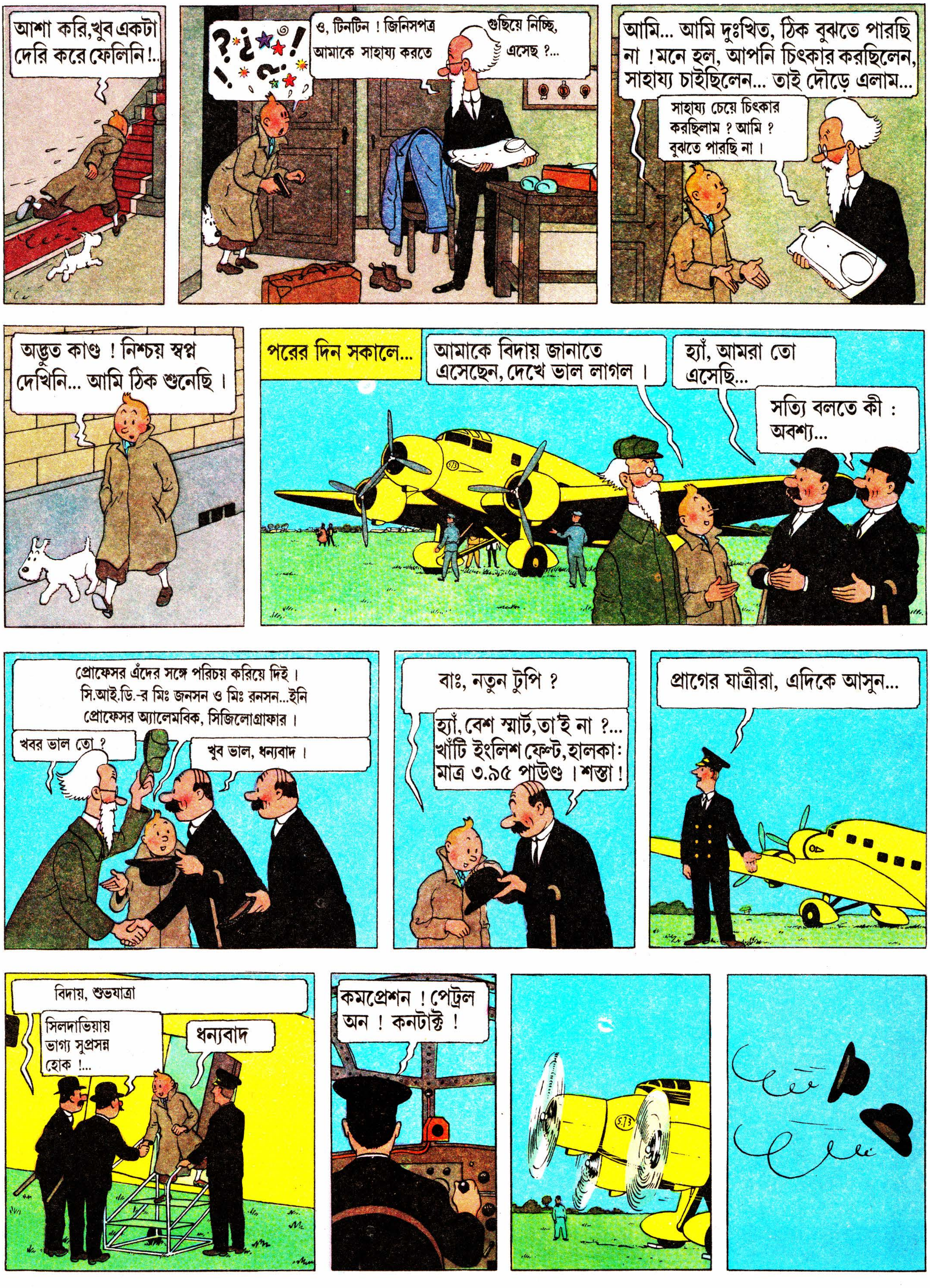
আশা করি,খুব একটা দেরি করে ফেলিনি !..
ও, টিনটিন ! জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছি, আমাকে সাহায্য করতে এসেছ ?...
আমি... আমি দুঃখিত, ঠিক বুঝতে পারছি না ! মনে হল, আপনি চিৎকার করছিলেন, সাহায্য চাইছিলেন... তাই দৌড়ে এলাম...
সাহায্য চেয়ে চিৎকার করছিলাম ? আমি ? বুঝতে পারছি না ।
অদ্ভুত কাণ্ড ! নিশ্চয় স্বপ্ন দেখিনি... আমি ঠিক শুনেছি ।
পরের দিন সকালে...
আমাকে বিদায় জানাতে এসেছেন, দেখে ভাল লাগল ।
হ্যাঁ, আমরা তো এসেছি...
সত্যি বলতে কী : অবশ্য...
প্রোফেসর এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই । সি.আই.ডি.-র মিঃ জনসন ও মিঃ রনসন...ইনি প্রোফেসর অ্যালেমবিক, সিজিলোগ্রাফার ।
খবর ভাল তো ?
খুব ভাল, ধন্যবাদ ।
বাঃ, নতুন টুপি ?
হ্যাঁ, বেশ স্মার্ট,তা'ই না ?... খাঁটি ইংলিশ ফেল্ট,হালকা: মাত্র ৩.৯৫ পাউণ্ড ।শস্তা !
প্রাগের যাত্রীরা, এদিকে আসুন...
বিদায়, শুভযাত্রা
সিলদাভিয়ায় ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক !...
ধন্যবাদ
কমপ্রেশন ! পেট্রল অন ! কনটাক্ট !

!
!
SHELL
SHELL
OO AGE
এসে দ্যাখো, ভেড়াগুলো সুন্দর ছবি হয়ে উঠেছে... নীচের ওই মাঠে ।
দেখতে পাচ্ছ, ওই যে ওখানে ?
হ্যাঁ, খুব ছোট দেখাচ্ছে... প্রায় চোখেই পড়ে না...
?
কী অদ্ভুত...
আমরা কি নামছি ?
হ্যাঁ, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট । এখানে ওরা মিনিটকয়েক থামে ।
মিঃ অ্যালেমবিক, আপনার টেলিগ্রাম ।

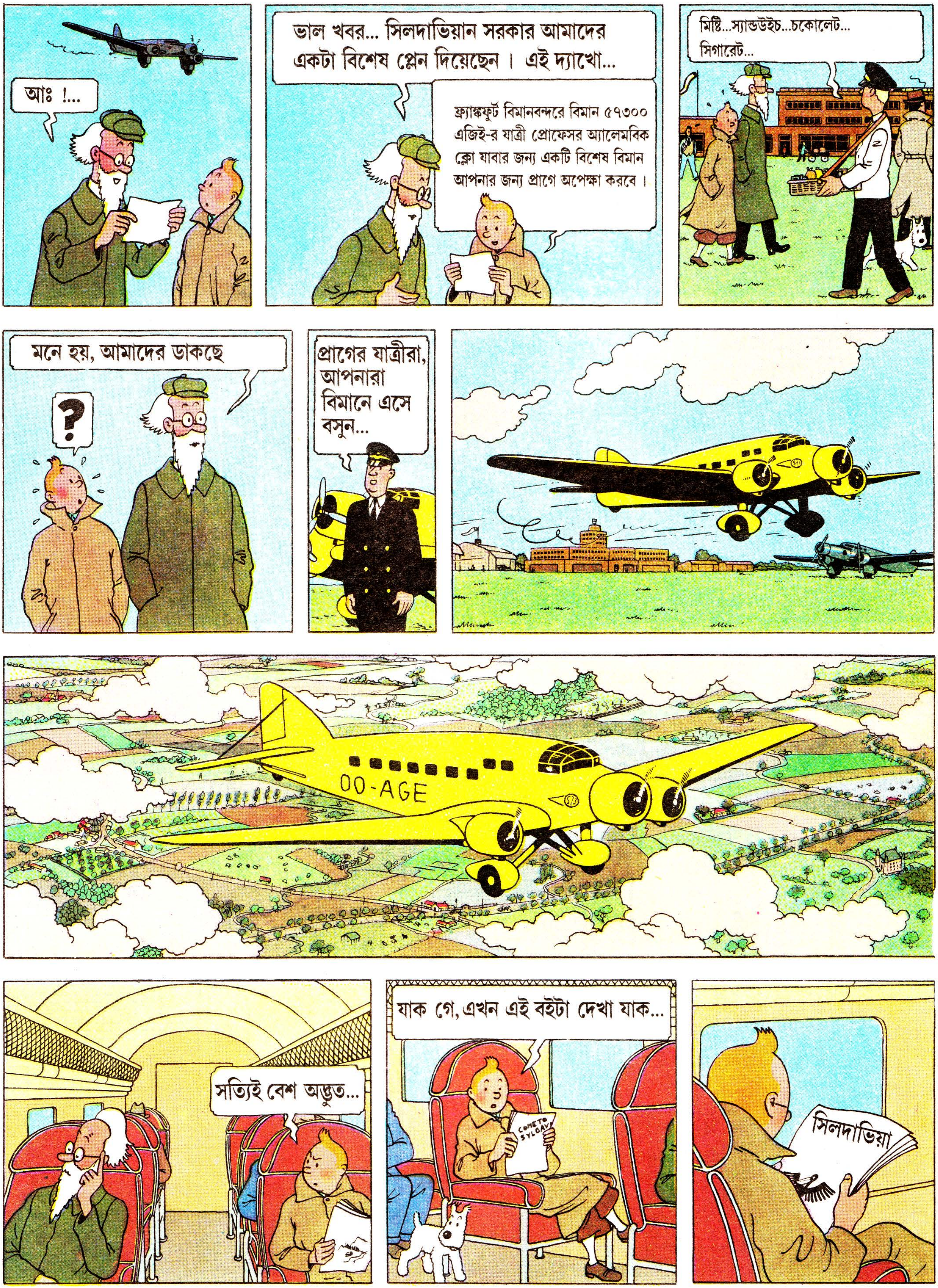
আঃ !...
ভাল খবর... সিলদাভিয়ান সরকার আমাদের একটা বিশেষ প্লেন দিয়েছেন । এই দ্যাখো...
ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে বিমান ৫৭৩০০ এজিই-র যাত্রী প্রোফেসর অ্যালেমবিক ক্লো যাবার জন্য একটি বিশেষ বিমান আপনার জন্য প্রাগে অপেক্ষা করবে ।
মিষ্টি...স্যান্ডউইচ...চকোলেট... সিগারেট...
মনে হয়, আমাদের ডাকছে
?
প্রাগের যাত্রীরা, আপনারা বিমানে এসে বসুন...
OO-AGE
সত্যিই বেশ অদ্ভুত...
যাক গে, এখন এই বইটা দেখা যাক...
COME TO SYLDAVIA
সিলদাভিয়া

সিলদাভিয়া

কালো পেলিক্যানের দেশ

বর্ণাঢ্য উৎসব ও উপকথার জন্য বিদেশি পর্যটকরা যেসব স্থানের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হন, তারই একটি হল সিলদাভিয়া । আপাতঅজ্ঞাত, ছোট্ট এই দেশটি আকর্ষণের দিক থেকে অন্য জায়গাগুলিকে টেক্কা দিতে পারে । দুর্গম এই দেশ কিছুদিন আগেও ছিল বিচ্ছিন্ন, এখন নিয়মিত বিমান চলাচলের ফলে সৌন্দর্যের পূজারীদের পক্ষে এখানে পৌঁছনো সহজ হয়েছে । এখানকার কৃষকদের আতিথেয়তা প্রবাদতুল্য । সময়ের অগ্রগতি সত্ত্বেও মধ্যযুগীয় আচার-অনুষ্ঠান এখনও এখানে টিকে আছে ।

ভলাদির ও তার শাখানদী মোল্টাসের দুই অসাধারণ উপত্যকা নিয়ে গড়ে উঠেছে পূর্ব ইউরোপের ছোট্ট দেশ সিলদাভিয়া । দুটি নদীর মিলনস্থল রাজধানী ক্লো (জনসংখ্যা ১২২,০০০) তুষারাবৃত পাহাড়ঘেরা উপত্যকায় আছে অরণ্য । সিলদাভিয়ার উর্বর সমতলভূমিতে আছে শস্যক্ষেত্র ও গোচারণভূমি । মাটির নীচে পাওয়া যায় সবরকমের খনিজ পদার্থ । এখানে আছে বহু উষ্ণপ্রস্রবণ, প্রধান কেন্দ্রটি আছে ক্লো (হৃদরোগ) ও ক্রাগোনিদিন-এ (বাতের ব্যথা) । মোট জনসংখ্যা ৬৪২,০০০ । সিলদাভিয়া রফতানি করে গম, ক্লো-র খনিজ জল, জ্বালানি কাঠ ও ঘোড়া । এই দেশের বেহালাবাদকরাও যান নানা দেশে ।

ক্লো-র রয়াল ট্রেজার হাউস-এর প্রহরী

সিলদাভিয়ার ইতিহাস

ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত সিলদাভিয়া ছিল উপজাতি অধ্যুষিত একটি দেশ, যাদের উৎপত্তির ইতিহাস জানা যায় না । ষষ্ঠ শতাব্দীতে এল স্লাভরা, পরে দশম শতাব্দীতে তুর্কিরা দেশটি দখল করে নেয় ।

১১২৭-এ স্লাভ উপজাতিদের নেতা হেজি দলবল নিয়ে সিলদাভিয়া ভূখণ্ডের এক বিশাল এলাকায় কর্তৃত্ব স্থাপন করেন ।

সিলদাভিয়ার তুর্কি রাজধানী জিলহারউম-এর কাছে মোল্টাস উপত্যকায় তুমুল লড়াই হয়েছিল তুর্কি সেনাদের সঙ্গে হেজি বাহিনীর । দীর্ঘদিন লড়াই করেনি তুর্কি-সেনারা, অফিসাররাও ছিলেন অযোগ্য । ফলে তারা রণে ভঙ্গ দেয় । রাজা নির্বাচিত হলেন হেজি । তাঁর নাম হল মুস্কর । মানে, সাহসী (মুসখ : 'সাহসী' এবং কর : 'রাজা') ।

রাজধানী জিলহারউমের নতুন নাম রাখা হয় ক্লো । মানে, স্বাধীন শহর (ক্লোহো : 'স্বাধীন' এবং ও : 'শহর' ।

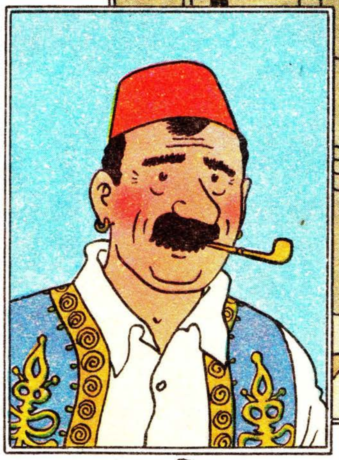

ডবরনুকের এক ধীবর (সিলদাভিয়ার দক্ষিণ উপকূল)

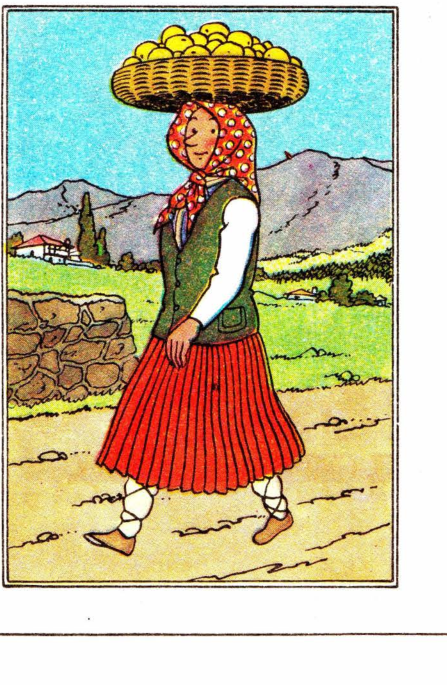

হাটের পথে সিলদাভিয়ার কৃষকরমণী

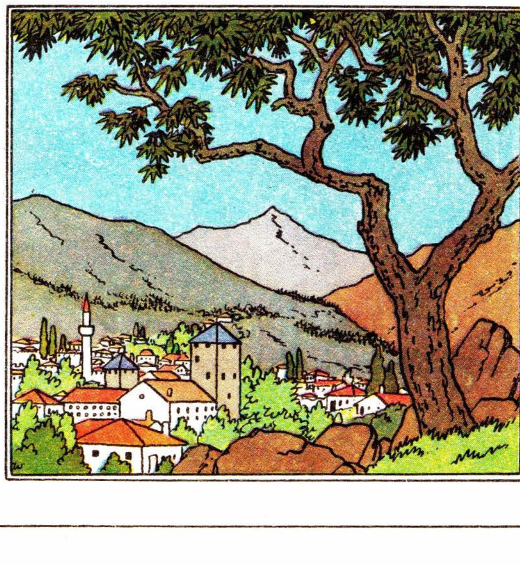

ভলাদির উপত্যকায় নিয়েদজদ্রো-র দৃশ্য

জিলহারউম-এর যুদ্ধ

চিত্র : পঞ্চদশ শতক

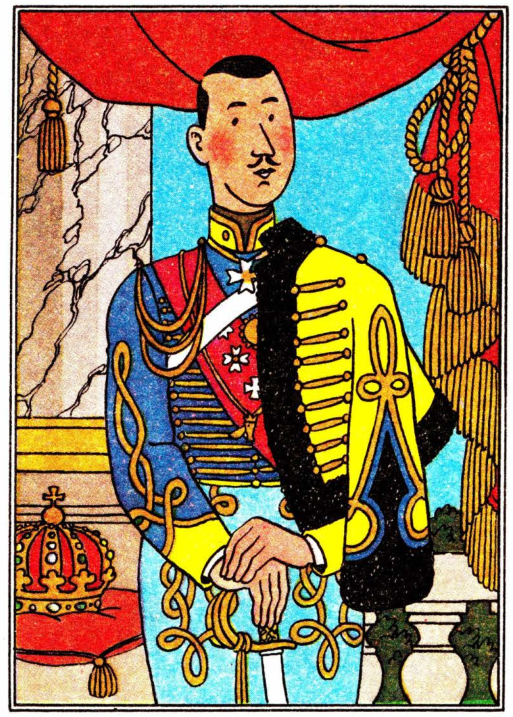

সিলদাভিয়ার বর্তমান শাসক দ্বাদশ মুস্কর, রাজকীয় বাহিনীর কর্নেলের পোশাকে

বুদ্ধিমান রাজা মুস্কর প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতেন এবং দেশেরও সমৃদ্ধি ঘটেছিল। ১১৬৮-তে তাঁর মৃত্যুতে সবাই শোক প্রকাশ করেন। তাঁর বড় ছেলে দ্বিতীয় মুস্কর নামে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় মুস্কর তাঁর পিতার মতো ছিলেন না। তিনি তাঁর রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারেননি। শান্তি ও সমৃদ্ধির বদলে দেশে দেখা দিল নৈরাজ্য।

প্রতিবেশী দেশ বোরদুরিয়ার রাজা এই সুযোগে সিলদাভিয়া আক্রমণ করেন। ১১৯৫-এ বোরদুরিয়ার অন্তর্ভূত হয় সিলদাভিয়া।

প্রায় এক শতাব্দী সিলদাভিয়া ছিল বিদেশি শাসনে। ১২৭৫-এ ব্যারন আলমাসজুট ঠিক হেজির মতোই পাহাড়ি অঞ্চল থেকে নীচে নেমে এসে বোরদুরিয়ানদের ছ'মাসেরও কম সময়ে উৎখাত করেন।

১২৭৭-এ ওটোকার নামে তিনি রাজা হন। তবে মুস্করের মতো তিনি শক্তিশালী ছিলেন না।

বোরদুরিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে ব্যারনরা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, তাঁরা তাঁর কাছ থেকে একটা সনদ আদায় করেন। রাজা জন (ল্যাকল্যান্ড) যে ম্যাগনা কার্টা সনদ করেছিলেন, এই সনদ ছিল তারই ভিত্তিতে রচিত। এর ফলে সিলদাভিয়ায় সামন্ততন্ত্রের সূচনা হল।

সিলদাভিয়ার প্রথম ওটোকার এবং প্রেমিসল্স-এর ওটোকারদের নিয়ে যেন বিভ্রান্তি না হয়। এই ওটোকাররা ছিলেন ডিউক, পরে তাঁরা বোহেমিয়ার রাজা হন। কিন্তু সিলদাভিয়া রাজ্যের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা হলেন চতুর্থ ওটোকার, যিনি ১৩৭০-এ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি সংস্কারমূলক ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেন, সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলেন ও উদ্ধত সামন্তদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাঁদের দমন করেন।

তাঁর সময়ে দেশে শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি হয়। দেশটিকে ঐক্যবদ্ধ করে সেই নিরাপত্তা তিনি সৃষ্টি করেন, যা দেশটিকে আবার সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল। বিখ্যাত এই কথাটা তাঁরই : কাঁটাগাছ লাগালে, কাঁটার আঘাত সইতে হবে। সিলদাভিয়ায় এটাই প্রবচন হয়ে উঠেছে। কথাটার উৎপত্তি হয়েছিল এভাবে :

ক্ষমতাচ্যুত এক সামন্তের ছেলে ব্যারন স্টাজরভিক একদিন রাজার কাছে এসে বেপরোয়া হয়ে সিলদাভিয়ার রাজদণ্ড দাবি করেন। রাজা কঠোর ভঙ্গিতে বললেন, "এসে নিয়ে যাও।"

রাগে উন্মত্ত হয়ে ব্যারন, উপস্থিত সভাসদরা কিছু বোঝার আগেই, তরবারি নিয়ে রাজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

রাজা চকিতে পাশে সরে দাঁড়াতেই ব্যারন টাল সামলাতে না পেরে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। রাজা তখন রাজদণ্ডটি দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে সিলদাভিয়ান ভাষায় যা বললেন তার অর্থ, কাঁটাগাছ লাগালে কাঁটার আঘাত সইতে হয়।

রাজা তারপর রাজদণ্ডটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ। এখন থেকে তুমিই হও সিলদাভিয়ান রাজত্বের যথার্থ প্রতীক। যে এই রাজদণ্ড হারাবে তাকে শাস্তি দিয়ো।"

তখন থেকে প্রতিবছর সেন্ট ভ্লাদিমির দিবসে চতুর্থ ওটোকারের প্রতিটি বংশধর ঐতিহাসিক রাজদণ্ড নিয়ে রাজধানী পরিক্রমা করেন। তিনি যখন রাজধানী পরিক্রমা করেন তখন সমবেত জনতা গান গেয়ে তাঁকে স্বাগত জানান।

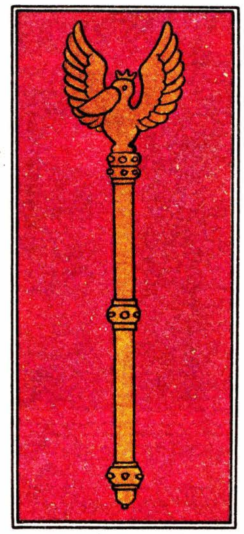

ডান দিকে : চতুর্থ ওটোকারের রাজদণ্ড
নীচে : চতুর্দশ শতকের পুথি 'চতুর্থ ওটোকারের স্মরণীয় কীর্তি'-র একটা পৃষ্ঠা।

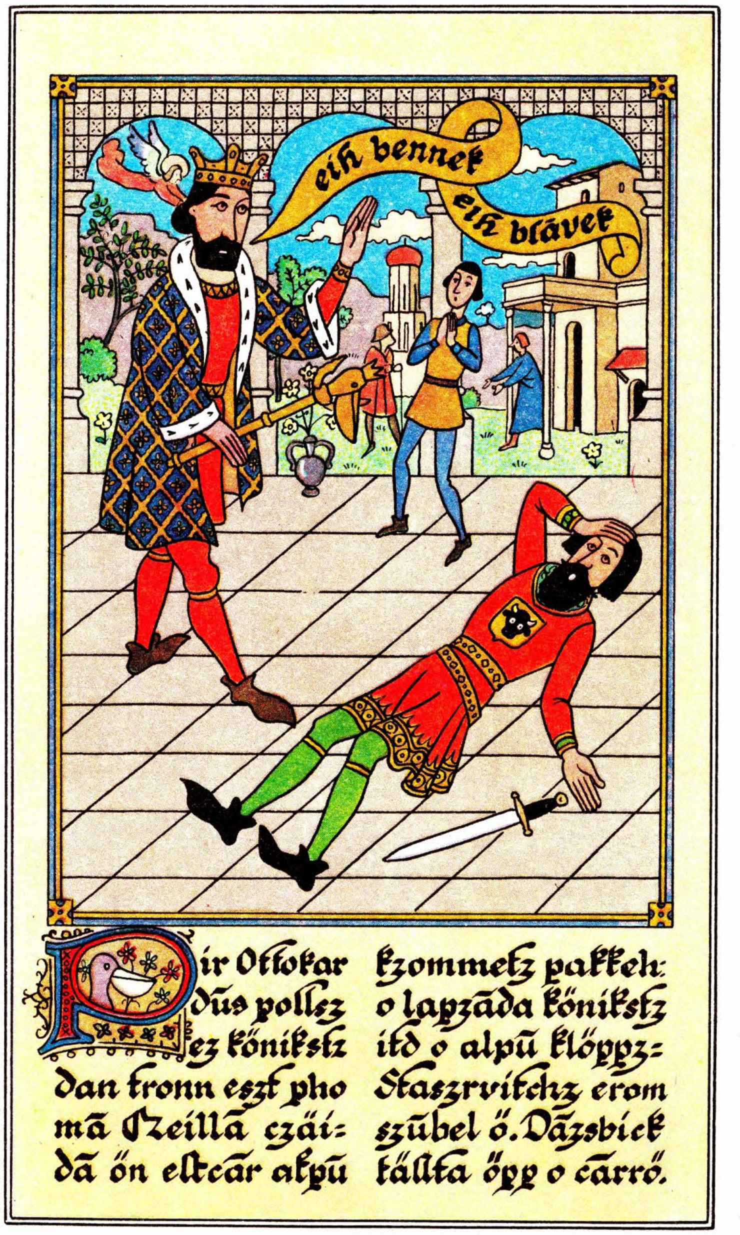

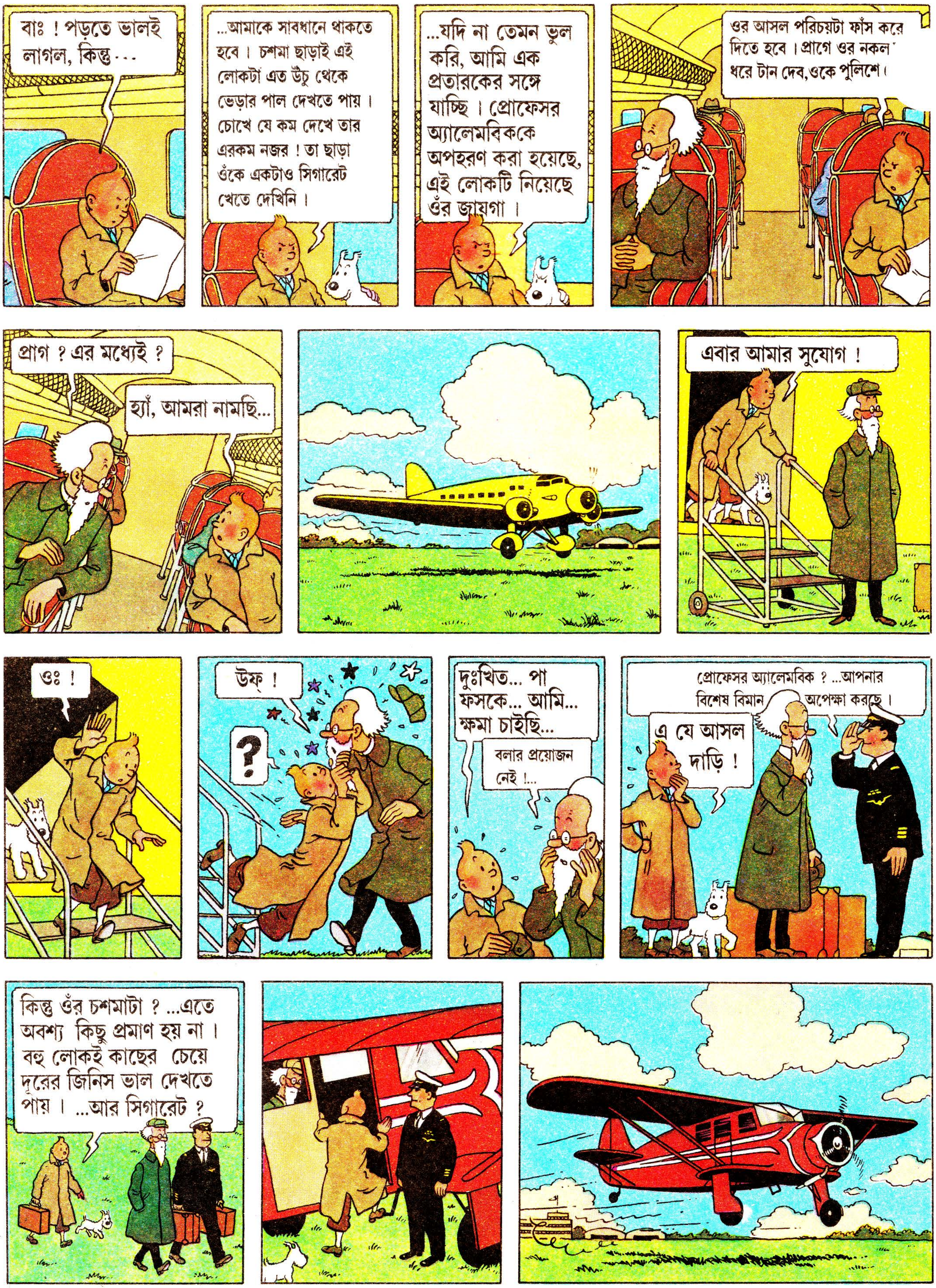
বাঃ ! পড়তে ভালই লাগল, কিন্তু . . .
...আমাকে সাবধানে থাকতে হবে। চশমা ছাড়াই এই লোকটা এত উঁচু থেকে ভেড়ার পাল দেখতে পায়। চোখে যে কম দেখে তার এরকম নজর ! তা ছাড়া ওঁকে একটাও সিগারেট খেতে দেখিনি।
...যদি না তেমন ভুল করি, আমি এক প্রতারকের সঙ্গে যাচ্ছি। প্রোফেসর অ্যালেমবিককে অপহরণ করা হয়েছে, এই লোকটি নিয়েছে ওঁর জায়গা।
ওর আসল পরিচয়টা ফাঁস করে দিতে হবে। প্রাগে ওর নকল ধরে টান দেব, ওকে পুলিশে।
প্রাগ ? এর মধ্যেই ?
হ্যাঁ, আমরা নামছি...
এবার আমার সুযোগ !
ওঃ !
উফ্ !
?
দুঃখিত... পা ফসকে... আমি... ক্ষমা চাইছি...
বলার প্রয়োজন নেই !...
প্রোফেসর অ্যালেমবিক ? ...আপনার বিশেষ বিমান অপেক্ষা করছে।
এ যে আসল দাড়ি !
কিন্তু ওঁর চশমাটা ? ...এতে অবশ্য কিছু প্রমাণ হয় না। বহু লোকই কাছের চেয়ে দূরের জিনিস ভাল দেখতে পায়। ...আর সিগারেট ?

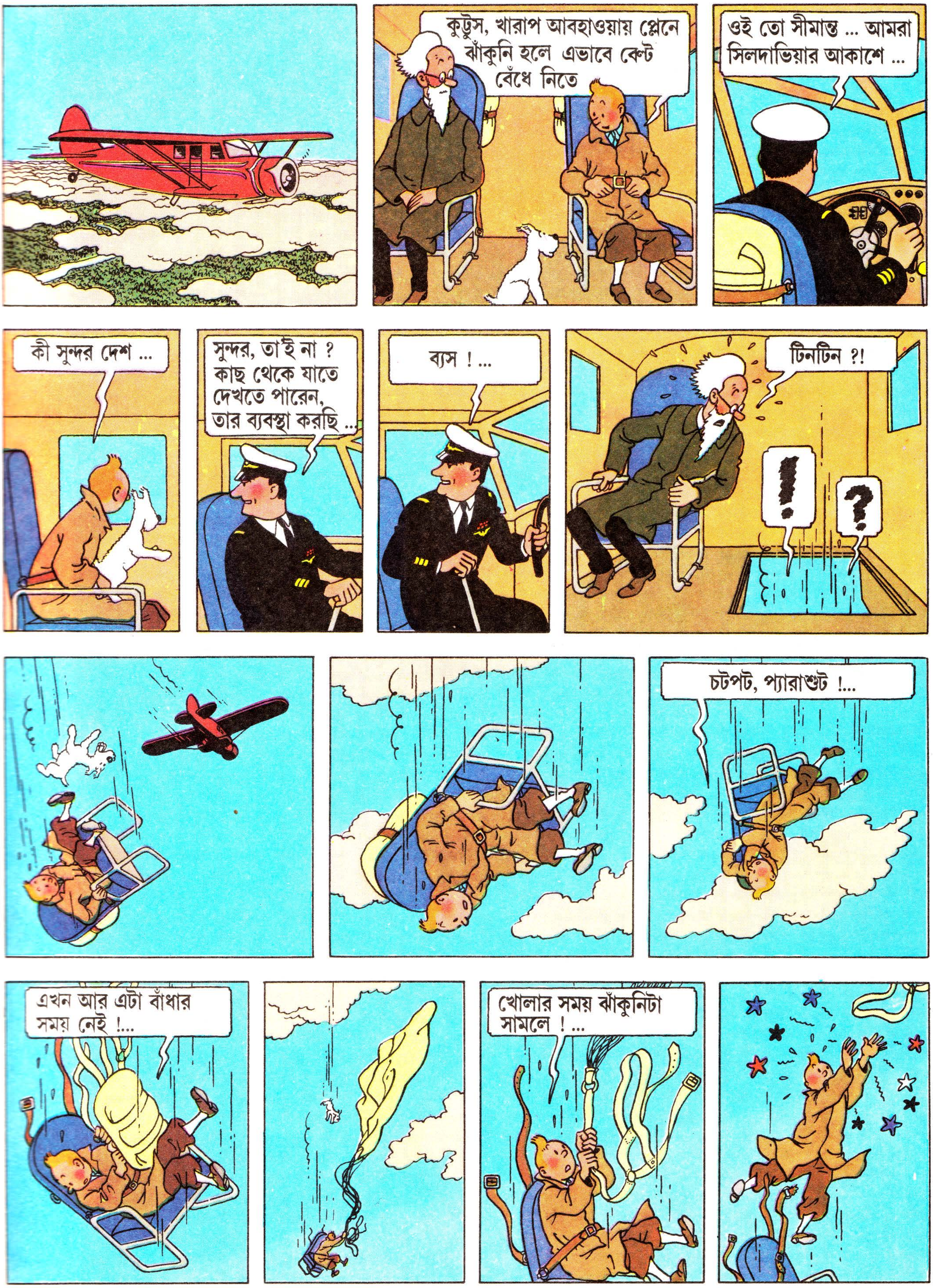
কুট্টুস, খারাপ আবহাওয়ায় প্লেনে ঝাঁকুনি হলে এভাবে বেল্ট বেঁধে নিতে
ওই তো সীমান্ত ... আমরা সিলদাভিয়ার আকাশে ...
কী সুন্দর দেশ ...
সুন্দর, তাই না ? কাছ থেকে যাতে দেখতে পারেন, তার ব্যবস্থা করছি ...
ব্যস ! ...
টিনটিন ?!
!
?
চটপট, প্যারাশুট !...
এখন আর এটা বাঁধার সময় নেই !...
খোলার সময় ঝাঁকুনিটা সামলে ! ...

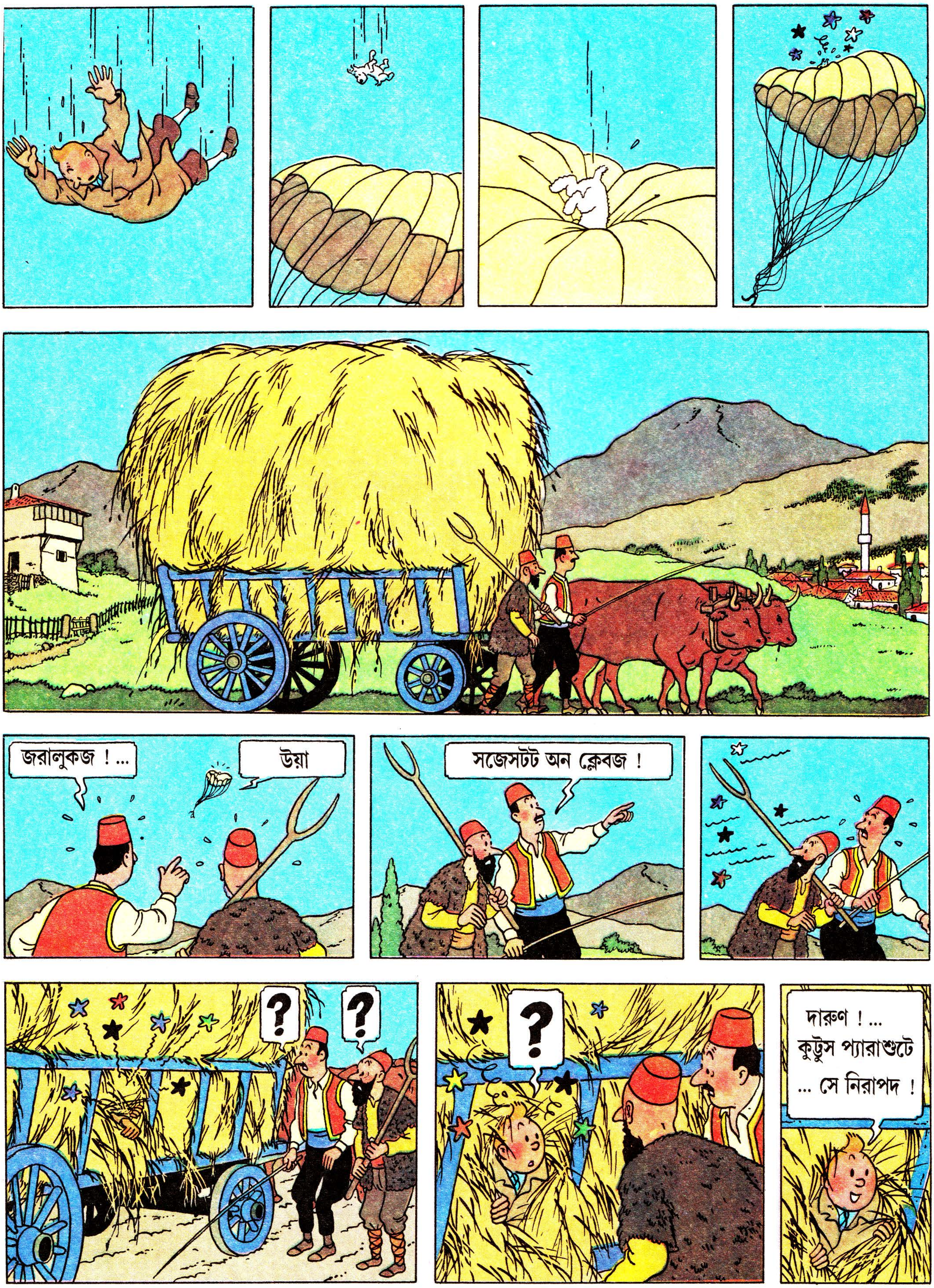
জরালুকজ ! ...
উয়া
সজেসটট অন ক্লেবজ !
?
?
?
দারুণ ! ... কুট্টুস প্যারাশুটে ... সে নিরাপদ !

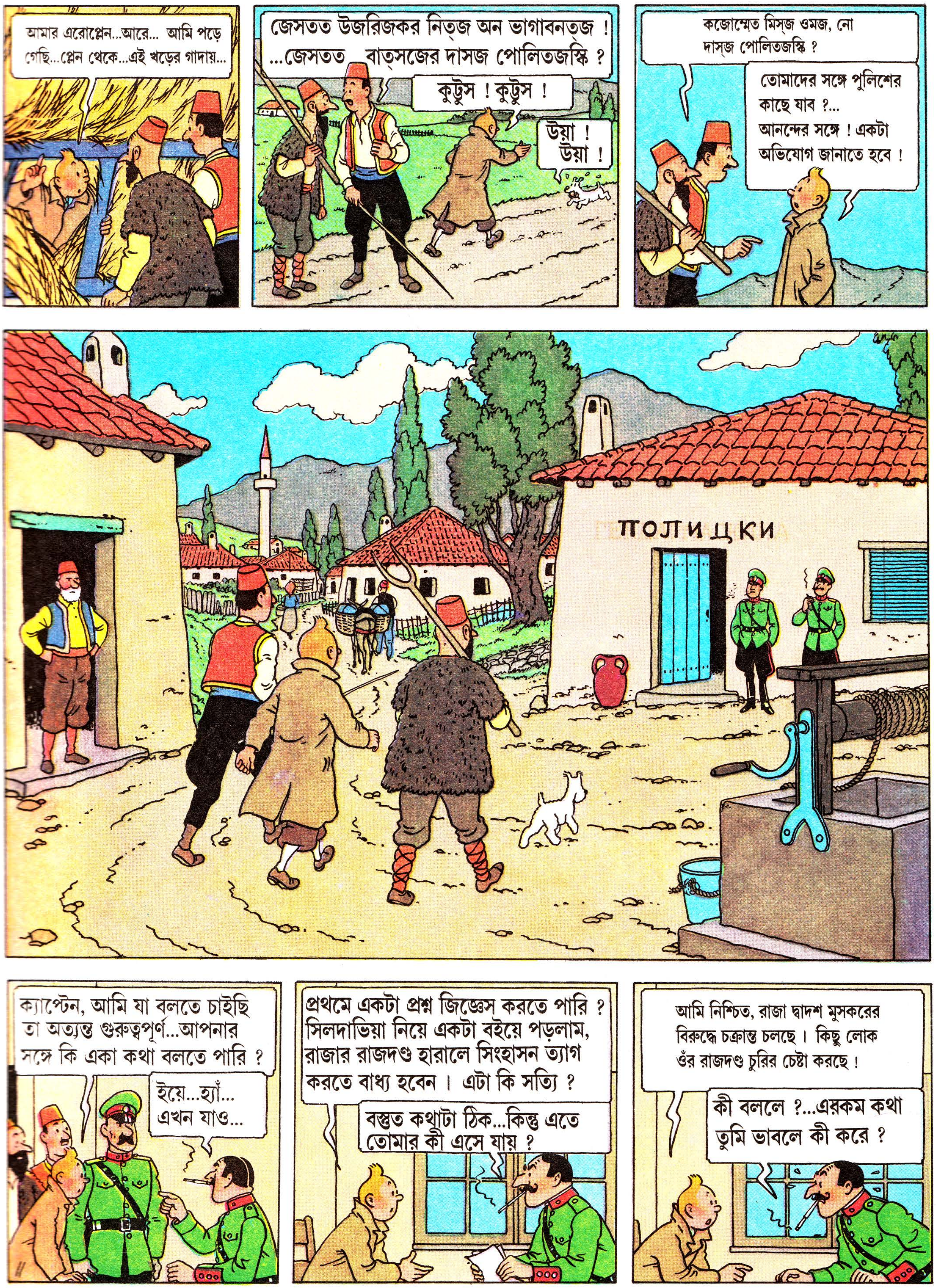
আমার এরোপ্লেন...আরে... আমি পড়ে গেছি...প্লেন থেকে...এই খড়ের গাদায়...
জেসতত উজরিজকর নিত্জ অন ভাগাবনত্জ ! ...জেসতত বাত্সজের দাসজ পোলিতজস্কি ?
কুট্টুস ! কুট্টুস !
উয়া ! উয়া !
কজোম্মেত মিস্জ ওমজ, নো দাস্জ পোলিতজস্কি ?
তোমাদের সঙ্গে পুলিশের কাছে যাব ?... আনন্দের সঙ্গে ! একটা অভিযোগ জানাতে হবে !
ПОЛИЦКИ
ক্যাপ্টেন, আমি যা বলতে চাইছি তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ...আপনার সঙ্গে কি একা কথা বলতে পারি ?
ইয়ে...হ্যাঁ... এখন যাও...
প্রথমে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি ? সিলদাভিয়া নিয়ে একটা বইয়ে পড়লাম, রাজার রাজদণ্ড হারালে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হবেন । এটা কি সত্যি ?
বস্তুত কথাটা ঠিক...কিন্তু এতে তোমার কী এসে যায় ?
আমি নিশ্চিত, রাজা দ্বাদশ মুসকরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে । কিছু লোক ওঁর রাজদণ্ড চুরির চেষ্টা করছে !
কী বললে ?...এরকম কথা তুমি ভাবলে কী করে ?

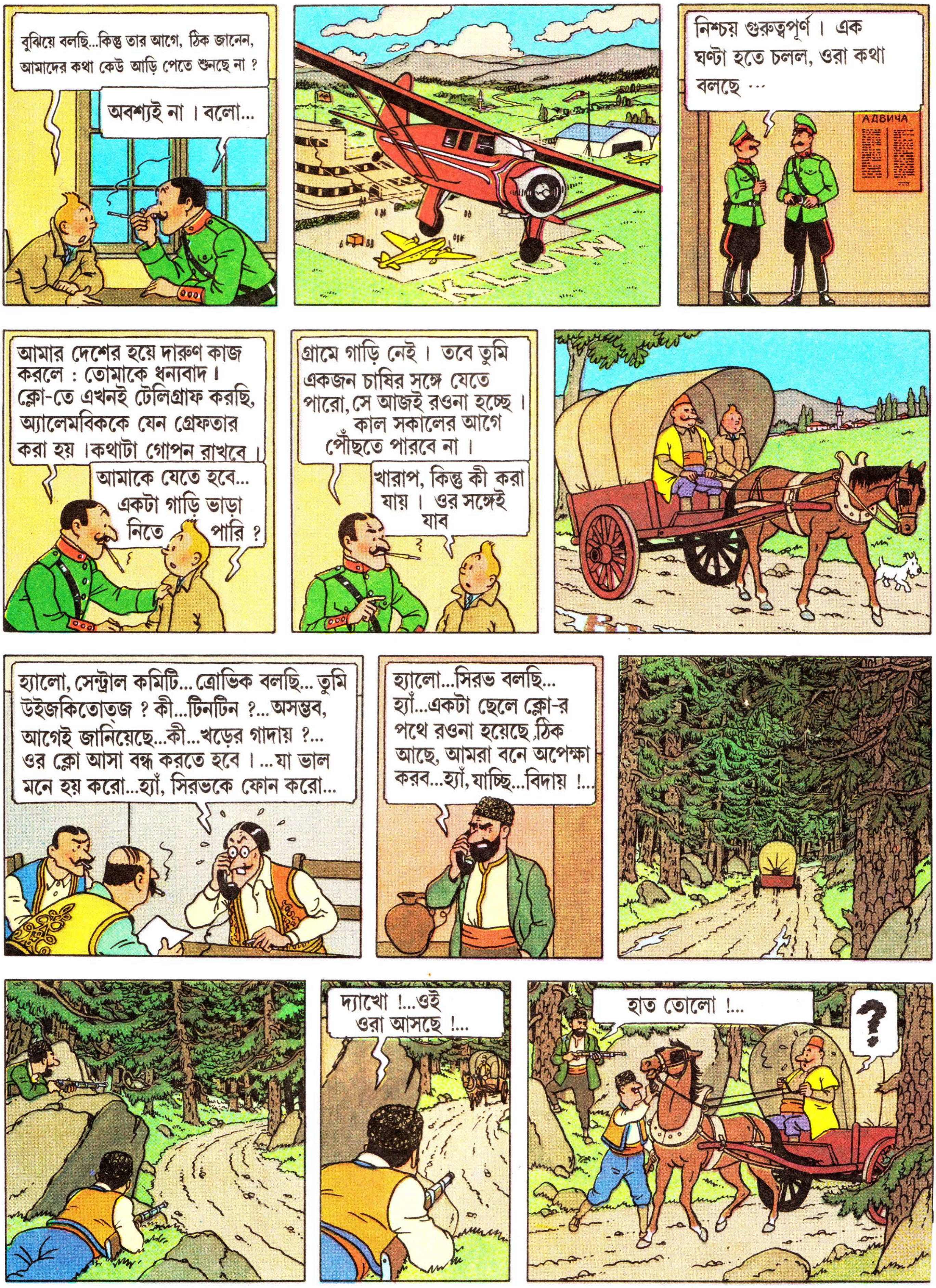
বুঝিয়ে বলছি...কিন্তু তার আগে, ঠিক জানেন, আমাদের কথা কেউ আড়ি পেতে শুনছে না ?
অবশ্যই না । বলো...
নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ । এক ঘণ্টা হতে চলল, ওরা কথা বলছে ···
АДВИЧА
আমার দেশের হয়ে দারুণ কাজ করলে : তোমাকে ধন্যবাদ । ক্লো-তে এখনই টেলিগ্রাফ করছি, অ্যালেমবিককে যেন গ্রেফতার করা হয় ।কথাটা গোপন রাখবে ।
আমাকে যেতে হবে... একটা গাড়ি ভাড়া নিতে পারি ?
গ্রামে গাড়ি নেই । তবে তুমি একজন চাষির সঙ্গে যেতে পারো, সে আজই রওনা হচ্ছে । কাল সকালের আগে পৌঁছতে পারবে না ।
খারাপ, কিন্তু কী করা যায় । ওর সঙ্গেই যাব
হ্যালো, সেন্ট্রাল কমিটি... ত্রোভিক বলছি... তুমি উইজকিতোতজ ? কী...টিনটিন ?... অসম্ভব, আগেই জানিয়েছে...কী...খড়ের গাদায় ?... ওর ক্লো আসা বন্ধ করতে হবে । ...যা ভাল মনে হয় করো...হ্যাঁ, সিরভকে ফোন করো...
হ্যালো...সিরভ বলছি... হ্যাঁ...একটা ছেলে ক্লো-র পথে রওনা হয়েছে ,ঠিক আছে, আমরা বনে অপেক্ষা করব...হ্যাঁ, যাচ্ছি...বিদায় !...
দ্যাখো !...ওই ওরা আসছে !...
হাত তোলো !...
?

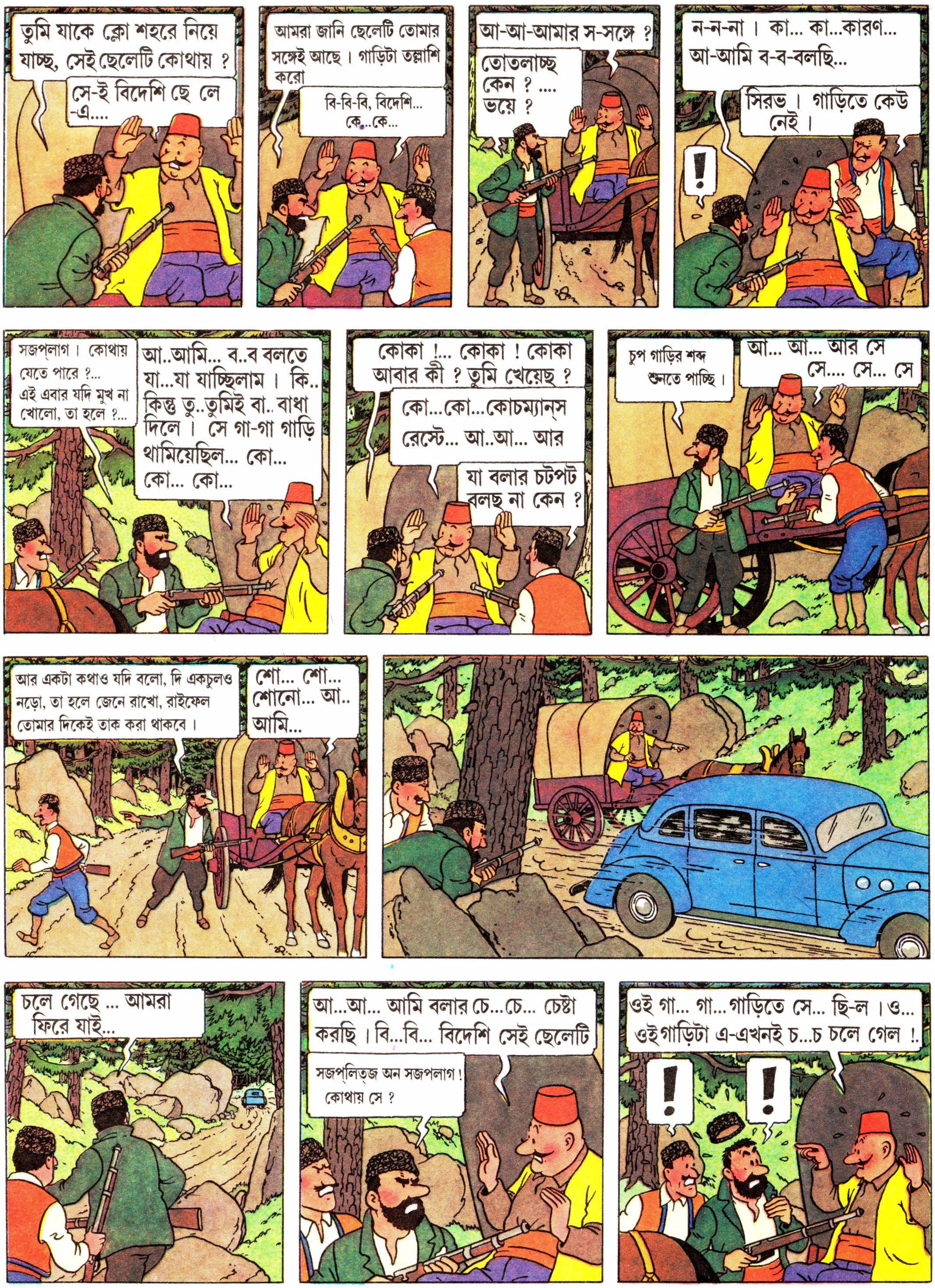
তুমি যাকে ক্লো শহরে নিয়ে যাচ্ছ, সেই ছেলেটি কোথায় ?
সে-ই বিদেশি ছে লে -এ....
আমরা জানি ছেলেটি তোমার সঙ্গেই আছে। গাড়িটা তল্লাশি করো
বি-বি-বি, বিদেশি... কে...কে...
আ-আ-আমার স-সঙ্গে ?
তোতলাচ্ছ কেন ? .... ভয়ে ?
ন-ন-না। কা... কা...কারণ... আ-আমি ব-ব-বলছি...
সিরভ। গাড়িতে কেউ নেই।
!
সজপ্লাগ। কোথায় যেতে পারে ?... এই এবার যদি মুখ না খোলো, তা হলে ?...
আ..আমি... ব..ব বলতে যা...যা যাচ্ছিলাম। কি.. কিন্তু তু..তুমিই বা.. বাধা দিলে। সে গা-গা গাড়ি থামিয়েছিল... কো... কো... কো...
কোকা !... কোকা ! কোকা আবার কী ? তুমি খেয়েছ ?
কো...কো...কোচম্যান্স রেস্টে... আ..আ... আর
যা বলার চটপট বলছ না কেন ?
চুপ গাড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছি।
আ... আ... আর সে সে.... সে... সে
আর একটা কথাও যদি বলো, দি একচুলও নড়ো, তা হলে জেনে রাখো, রাইফেল তোমার দিকেই তাক করা থাকবে।
শো... শো... শোনো... আ.. আমি...
চলে গেছে ... আমরা ফিরে যাই...
আ...আ... আমি বলার চে...চে... চেষ্টা করছি। বি...বি... বিদেশি সেই ছেলেটি
সজপলিত্জ অন সজপলাগ ! কোথায় সে ?
ওই গা... গা...গাড়িতে সে... ছি-ল। ও... ওইগাড়িটা এ-এখনই চ...চ চলে গেল !
!
!

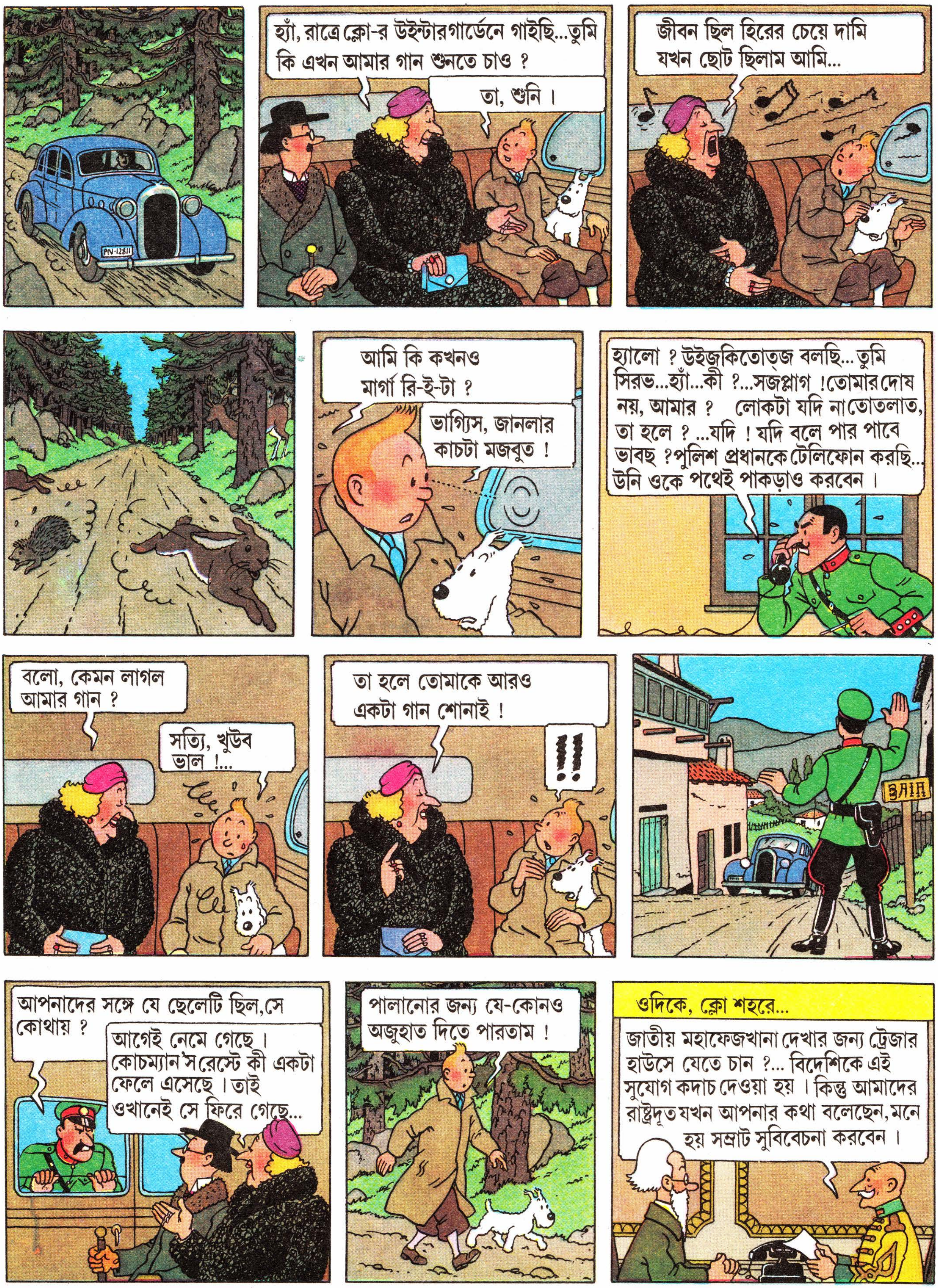

হ্যাঁ, রাত্রে ক্লো-র উইন্টারগার্ডেনে গাইছি...তুমি কি এখন আমার গান শুনতে চাও ?
তা, শুনি ।
জীবন ছিল হিরের চেয়ে দামি যখন ছোট ছিলাম আমি...
আমি কি কখনও মার্গা রি-ই-টা ?
ভাগ্যিস, জানলার কাচটা মজবুত !
হ্যালো ? উইজকিতোত্জ বলছি... তুমি সিরভ...হ্যাঁ...কী ?...সজপ্লাগ !তোমার দোষ নয়, আমার ? লোকটা যদি না তোতলাত, তা হলে ? ...যদি ! যদি বলে পার পাবে ভাবছ ?পুলিশ প্রধানকে টেলিফোন করছি... উনি ওকে পথেই পাকড়াও করবেন ।
বলো, কেমন লাগল আমার গান ?
সত্যি, খুউব ভাল !...
তা হলে তোমাকে আরও একটা গান শোনাই !
!!!
আপনাদের সঙ্গে যে ছেলেটি ছিল,সে কোথায় ?
আগেই নেমে গেছে । কোচম্যান'স রেস্টে কী একটা ফেলে এসেছে । তাই ওখানেই সে ফিরে গেছে...
পালানোর জন্য যে-কোনও অজুহাত দিতে পারতাম !
ওদিকে, ক্লো শহরে...
জাতীয় মহাফেজখানা দেখার জন্য ট্রেজার হাউসে যেতে চান ?... বিদেশিকে এই সুযোগ কদাচ দেওয়া হয় । কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রদূত যখন আপনার কথা বলেছেন, মনে হয় সম্রাট সুবিবেচনা করবেন ।

ওই তো সে। ওর কাগজপত্র দেখতে চাইব...
তোমার কাগজপত্র ঠিক নেই ! ...আমাদের সঙ্গে থানায় চলো !
খাঁটি কথা ! তোমার কাগজপত্র ঠিক নেই। নির্দেশ না আসা পর্যন্ত, তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।
কিন্তু ক্যাপ্টেন,...রওনা হওয়ার আগে আমার পাশপোর্টে ছাপ দেওয়া হয়েছিল, আর...
দুঃখিত, তোমাকে আর ছাড়তে পারব না। ওকে নিয়ে যাও !
!
ক্যাপ্টেন, শুনুন !...একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে ! আপনাকে বলতে চাই... আমি...
হ্যালো? উইজকিতোতজ? সজপ্লোদ্জ বলছি। পাখিটাকে ধরেছি !...এখন বলো ওকে নিয়ে আমরা কী করব ? ওকে ক্লো শহরে যেতে দেওয়া হবে না। সকালে ফোন কোরো... বিদায়...
হাত গুটিয়ে বসে আছি, ওদিকে ক্লো-তে যে কী হচ্ছে...
আ আ আ আ !... অন্ধকার হয়ে এল। কিছুই তো করার নেই, ঘুমোই।...
রেডিও ক্লো... এখন আমরা কনসার্ট সম্প্রচার করব। সঙ্গীত পরিবেশন করছেন বিয়াঙ্কা কাস্টাফিয়র।
জীবন ছিল হিরের চেয়ে দামি যখন ছোট ছিলাম আমি... আমি কি ছিলাম মার্গারিটা ?
এ কি আমি ? উত্তর দাও, ওগো আয়না, সত্যি করে জানাও...

পরের দিন...
রাজার সই-দেওয়া নথিটি দেখালেই আপনি রত্নভাণ্ডারে ঢুকতে পারবেন। লেঃ ক্রোমির আপনাকে নিয়ে যাবেন...
ক্রোপো দুর্গে আছে এই রত্নভাণ্ডার। ওখানে মোতায়েন করা হয়েছে বিশেষ প্রহরী।
রাজার অনুমতিপত্র।
প্রোফেসর, আমার সঙ্গে আসুন।
দেখে মনে হচ্ছে, বেশ সুরক্ষিত।
হ্যাঁ। এখানে চুরি করার মতো লোক এখনও জন্মায়নি।
এখানেই রত্নভাণ্ডার, প্রোফেসর !...

এটা স্মারকশালা, পাশেই রত্নভাণ্ডার ।ক্ষমা করবেন, কিন্তু যতক্ষণ আপনি এখানে থাকবেন ততক্ষণ দু'জন প্রহরী আপনার সঙ্গে থাকবে । বাইরে থেকে দরজাটাও তালা দেওয়া থাকবে এটাই নির্দেশ ।আশা করি, অপরাধ নেবেন না।
মোটেই না....
ইতিমধ্যে....
ছেলেটিকে ক্লো শহরে নিয়ে যাও, সাঙ্ঘাতিক ছেলে । সরকারি ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে । ওপরমহল থেকে বলা হয়েছে, ছেলেটি ক্লো শহরে না পৌঁছলেই ভাল।
এটাই হুকুম... তুমি ভান করবে, গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে । এঞ্জিনটা দেখবে, বন্দি পালানোর চেষ্টা করবে... তারপর... বুঝতে পারছ ?
হ্যাঁ, কিন্তু ও যদি পালাতে না চায় ?
চিন্তা কোরো না !...পালাবেই !...
ভাবছি, কে এটা পাঠাল ? কোনও বন্ধু ?... কেমন বন্ধু ?
সাবধান ! তোমাকে ক্লো শহরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গুলি করে মারার জন্য । অবশ্যই পালিয়ো । গাড়িতে যেতে-যেতে ঘুমনোর ভান কোরো । ড্রাইভার আমাদের বন্ধু । সে ভান করবে, যেন গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে । প্রহরীরাও থাকবে না । তখনই তুমি পালাবে ।
বন্ধু
চিঠিটা বরং নষ্ট করে ফেলি । যদি তল্লাশি হয়...
কুট্টুস, এটা গিলে ফ্যাল ।
তাড়াতাড়ি কুট্টুস, কেউ আসছে মনে হয়
ভাবছ, কাগজটা গিলে ফেলা সহজ ?

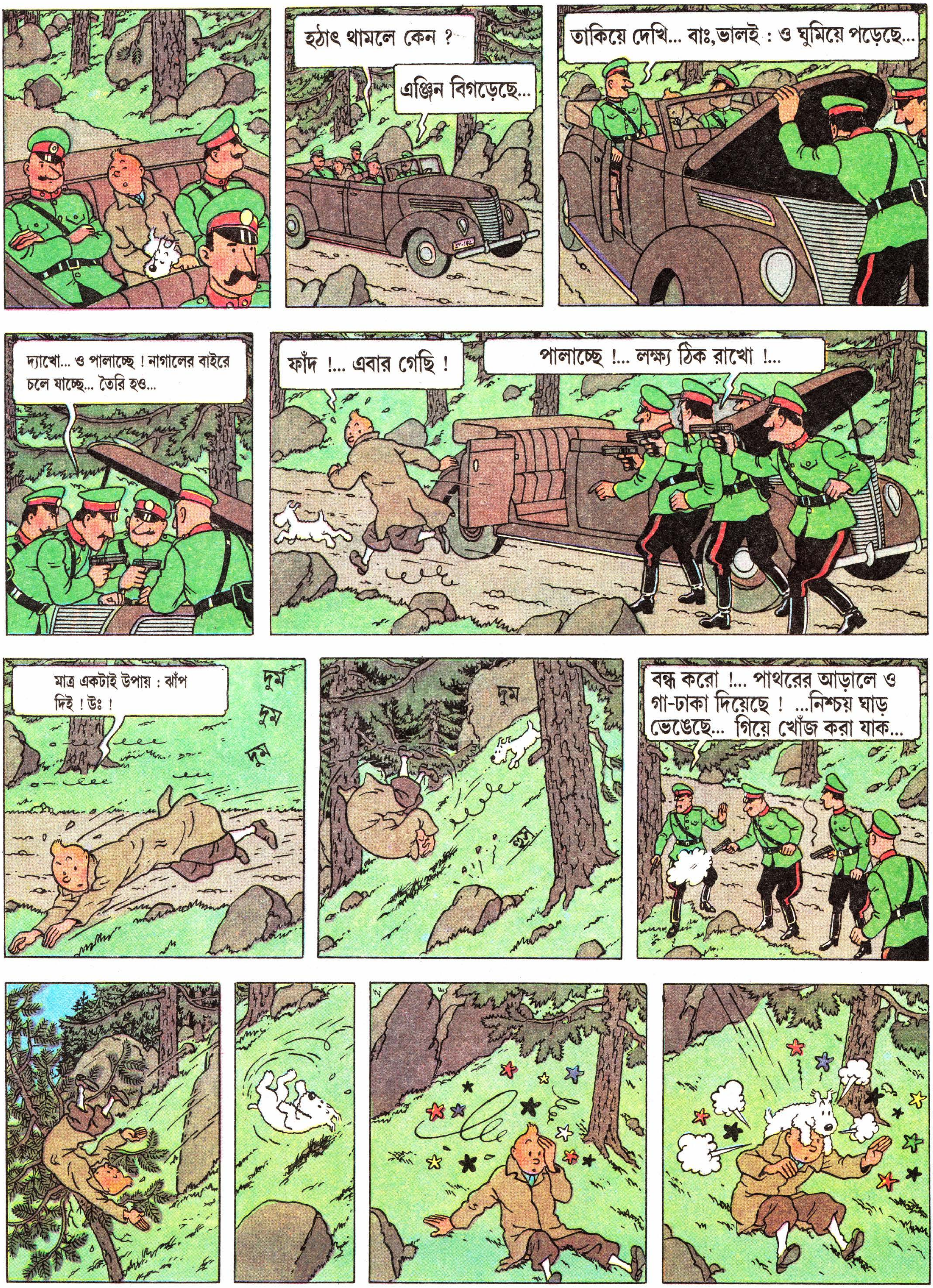
হঠাৎ থামলে কেন ?
এঞ্জিন বিগড়েছে...
তাকিয়ে দেখি... বাঃ,ভালই : ও ঘুমিয়ে পড়েছে...
দ্যাখো... ও পালাচ্ছে ! নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে... তৈরি হও...
ফাঁদ !... এবার গেছি !
পালাচ্ছে !... লক্ষ্য ঠিক রাখো !...
মাত্র একটাই উপায় : ঝাঁপ দিই ! উঃ !
দুম
দুম
দুম
দুম
বন্ধ করো !... পাথরের আড়ালে ও গা-ঢাকা দিয়েছে ! ...নিশ্চয় ঘাড় ভেঙেছে... গিয়ে খোঁজ করা যাক...

ওই ওখানে গড়িয়ে পড়েছে। ...পাথরের আড়ালে... কোথাও...
ওরা আসছে ?
সাবধান ! এদিকে এসো...
সজ্‌প্লাগ ! ও কোথায় ? খুঁজে বের করতেই হবে... ও যদি পালায়, ক্যাপ্টেন... আমাদের ক্ষমা করবেন না। ওকে ফাঁদে ফেলার ছকটা তো ক্যাপ্টেনেরই !
এসো, আর-একবার খুঁজে দেখি। কাছেই কোথাও আছে...
যাক !... ওরা চলে গেছে...
এবার ক্লো শহরে যাব !...
কাউকেই বিশ্বাস নেই। রাজাকেও সতর্ক করে দিতে হবে। সাবধানে এগোতে হবে !...
ওদিকে ক্লো শহরে...
কয়েকটা নথির ফোটো তোলার অনুমতি পাব ?
নিয়ম নেই। তবে রাজা যদি সম্মতি দেন ?...
আবার বড় রাস্তায় এসে পড়লাম।
খুব খিদে পেয়েছে...
রাজা আপনাকে নথিপত্রের ফোটো তোলার অনুমতি দিয়েছেন। তবে একমাত্র রাজসভার ফোটোগ্রাফারই ফোটো তুলতে পারবেন। ওর নাম হার জারলিতজ। আপনার সঙ্গে দুর্গে যাওয়ার এই তার অনুমতিপত্র...
শেষপর্যন্ত ক্লো শহরে !...
আমরা খাব কখন ?
কোনদিকে রাজপ্রাসাদ ?
এই রাস্তা ধরে ওটোকার স্কোয়ার, তারপর বাঁয়ে...
DANGER
HIGH VOLTAGE
কী বৃষ্টি ! কোথাও গিয়ে দাঁড়াই, যতক্ষণ না বৃষ্টি থামে...
এটা কি রেস্তরাঁ ?

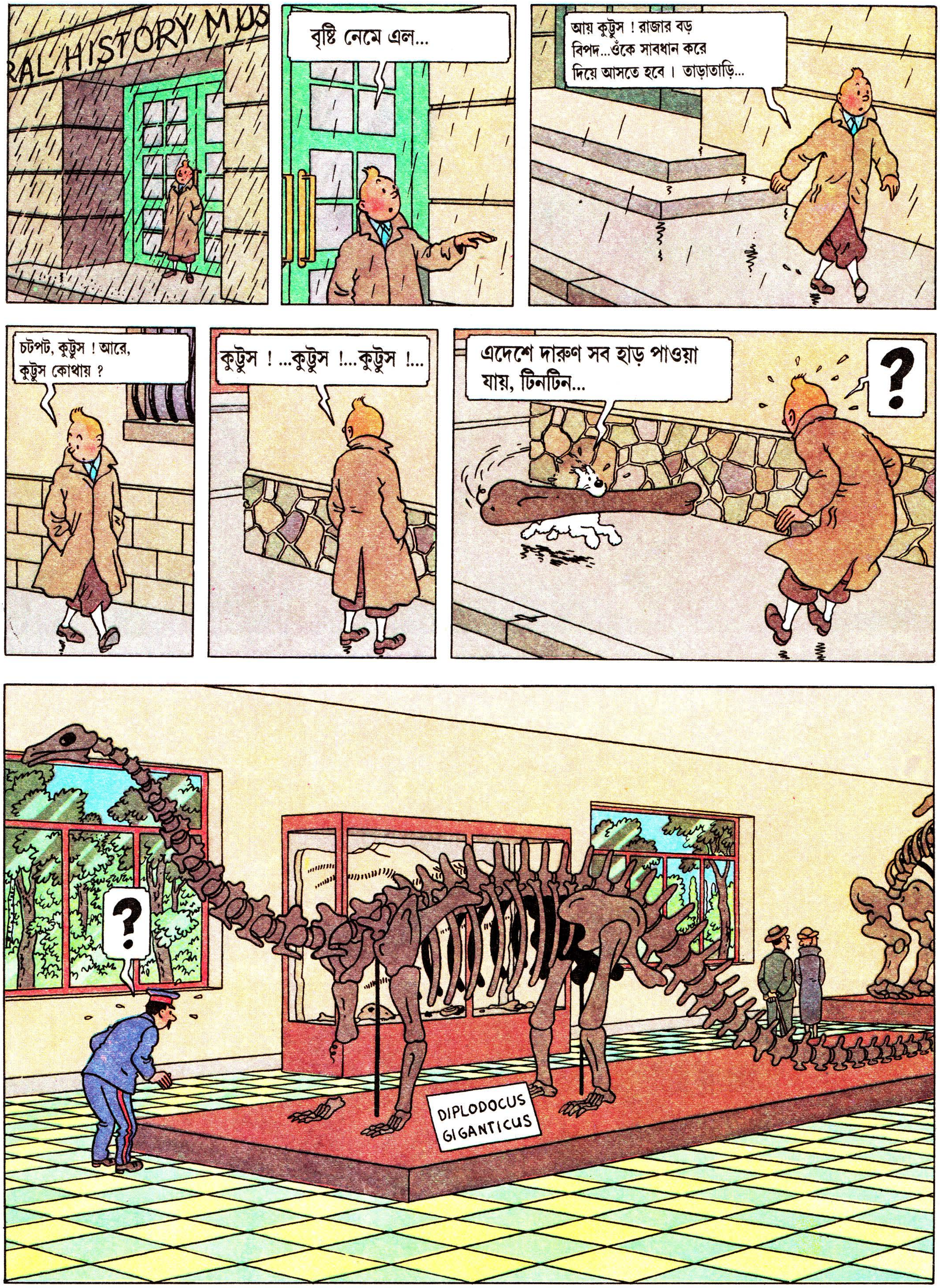
RAL HISTORY MUS
বৃষ্টি নেমে এল...
আয় কুট্টুস ! রাজার বড় বিপদ...ওঁকে সাবধান করে দিয়ে আসতে হবে। তাড়াতাড়ি...
চটপট, কুট্টুস ! আরে, কুট্টুস কোথায় ?
কুট্টুস ! ...কুট্টুস !...কুট্টুস !...
এদেশে দারুণ সব হাড় পাওয়া যায়, টিনটিন...
?
?
DIPLODOCUS GIGANTICUS

যেখান থেকে হাড়টা এনেছিস সেখানেই রেখে আয় । এখনই ! চটপট !...
ওই তো রাজপ্রাসাদ !
রাজার সঙ্গে দেখা করতে পারি ? খুব জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে...
একটু দাঁড়ান : রাজার প্রধান সচিবকে গিয়ে বলি...তা কী নাম বলব ?
টিনটিন
টিনটিন ?... জরুরি প্রয়োজন ? ... ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও ।
নিশ্চয়, সিনোরা... হ্যাঁ... হ্যাঁ ...আজ রাত সাড়ে আটটায় ...রাজা খুশি হবেন... আপনার ভৃত্য, সিনোরা...
ইতিমধ্যে...
তা হলে সব ঠিক হয়ে গেল জারলিতজ... সকাল ন'টা নাগাদ আপনাকে নিয়ে ক্রোপো দুর্গে যাব...
তা'ই হবে, প্রোফেসর ।

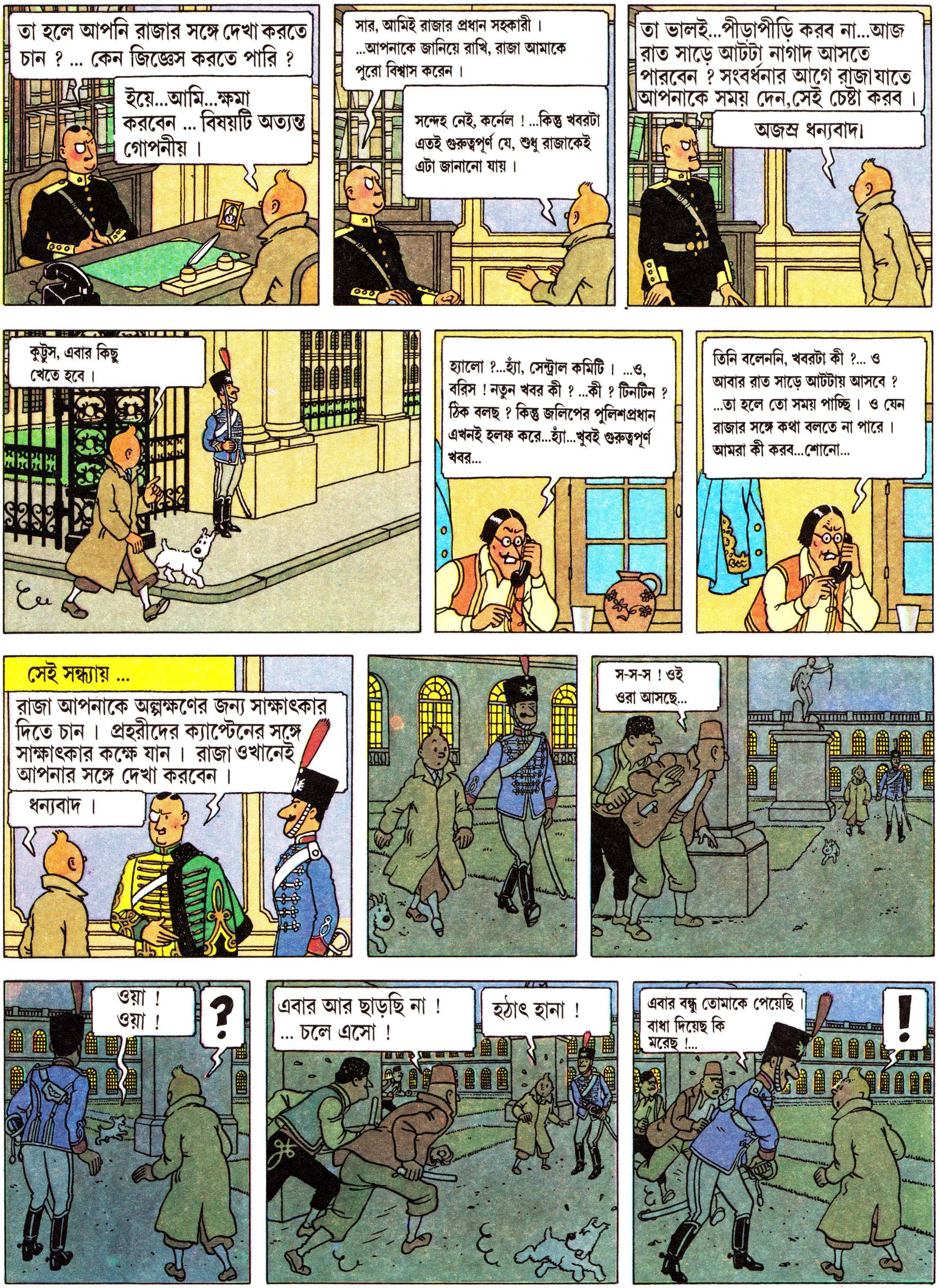
তা হলে আপনি রাজার সঙ্গে দেখা করতে চান ? ... কেন জিজ্ঞেস করতে পারি ?
ইয়ে...আমি...ক্ষমা করবেন ... বিষয়টি অত্যন্ত গোপনীয় ।
সার, আমিই রাজার প্রধান সহকারী । ...আপনাকে জানিয়ে রাখি, রাজা আমাকে পুরো বিশ্বাস করেন ।
সন্দেহ নেই, কর্নেল ! ...কিন্তু খবরটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, শুধু রাজাকেই এটা জানানো যায় ।
তা ভালই...পীড়াপীড়ি করব না...আজ রাত সাড়ে আটটা নাগাদ আসতে পারবেন ? সংবর্ধনার আগে রাজা যাতে আপনাকে সময় দেন,সেই চেষ্টা করব ।
অজস্র ধন্যবাদ।
কুট্টুস, এবার কিছু খেতে হবে ।
হ্যালো ?...হ্যাঁ, সেন্ট্রাল কমিটি । ...ও, বরিস ! নতুন খবর কী ? ...কী ? টিনটিন ? ঠিক বলছ ? কিন্তু জলিপের পুলিশপ্রধান এখনই হলফ করে...হ্যাঁ...খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর...
তিনি বলেননি, খবরটা কী ?... ও আবার রাত সাড়ে আটটায় আসবে ? ...তা হলে তো সময় পাচ্ছি । ও যেন রাজার সঙ্গে কথা বলতে না পারে । আমরা কী করব...শোনো...
সেই সন্ধ্যায় ...
রাজা আপনাকে অল্পক্ষণের জন্য সাক্ষাৎকার দিতে চান । প্রহরীদের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কক্ষে যান । রাজা ওখানেই আপনার সঙ্গে দেখা করবেন ।
ধন্যবাদ ।
স-স-স ! ওই ওরা আসছে...
ওয়া ! ওয়া !
?
এবার আর ছাড়ছি না ! ... চলে এসো !
হঠাৎ হানা !
এবার বন্ধু তোমাকে পেয়েছি । বাধা দিয়েছ কি মরেছ !...
!

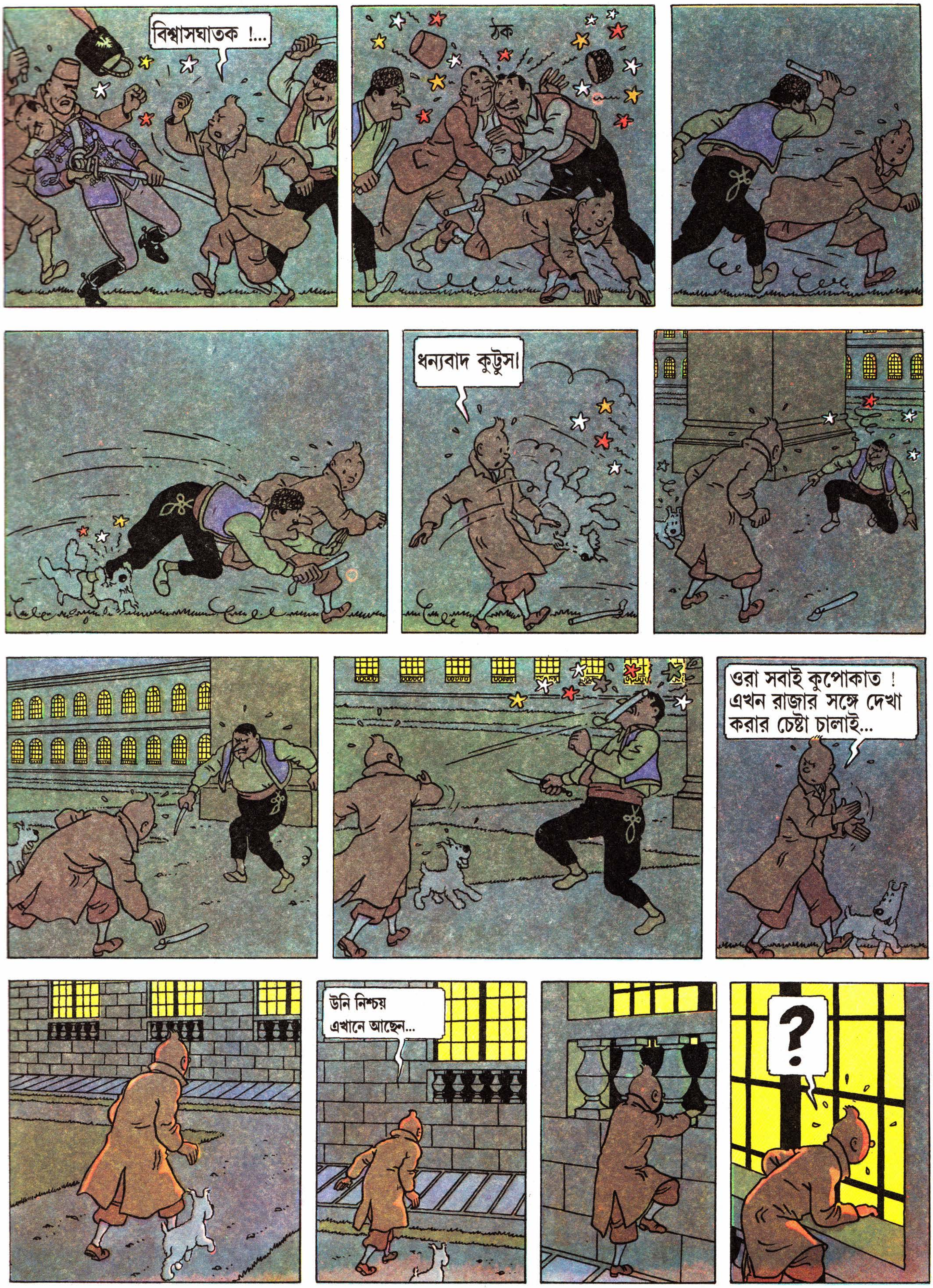
বিশ্বাসঘাতক !...
ঠক
ধন্যবাদ কুট্টুস!
ওরা সবাই কুপোকাত ! এখন রাজার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা চালাই...
উনি নিশ্চয় এখানে আছেন...
?

জীবন ছিল হিরের চেয়ে দামি যখন ছোট ছিলাম আমি ।...
দুম
চটপট । সাক্ষাৎকার-কক্ষের ঠিক বাইরে থেকেই আওয়াজটা এসেছে ।
প্রহরী !...আর এক মিনিট নষ্ট করার সময় নেই ।...
ছেড়ে দাও... ছেড়ে দাও আমাকে, রাজার সঙ্গে কথা বলব...
রাজামশাই, সাবধান...ওই প্রোফেসরকে বিশ্বাস করবেন না...
প্রহরীদের ডাকো !... প্রহরী ...জলদি !
...এক তরুণ নৈরাজ্যবাদী কী করে যেন রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়েছে...

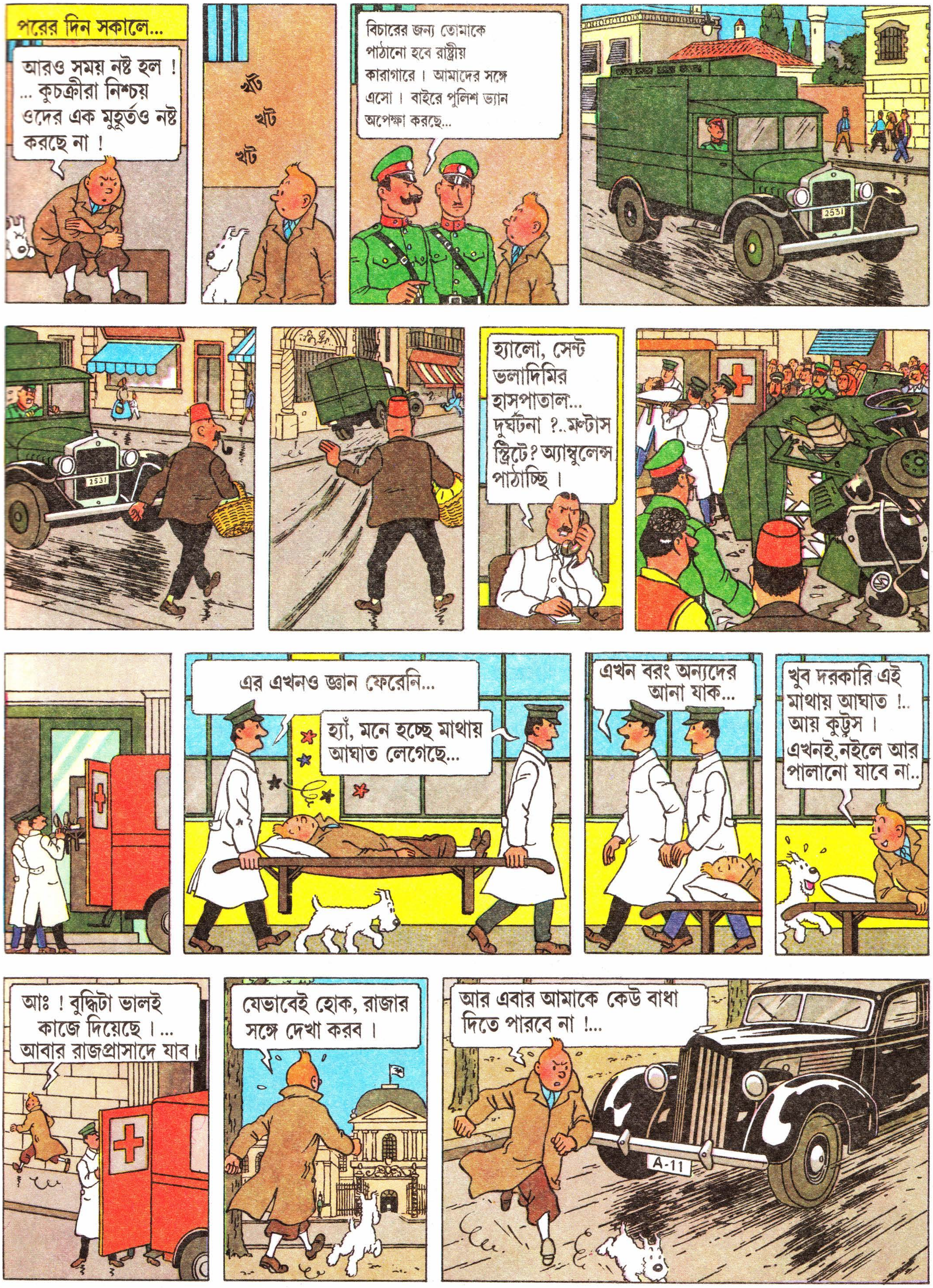
পরের দিন সকালে...
আরও সময় নষ্ট হল ! ... কুচক্রীরা নিশ্চয় ওদের এক মুহূর্তও নষ্ট করছে না !
খট
খট
খট
বিচারের জন্য তোমাকে পাঠানো হবে রাষ্ট্রীয় কারাগারে । আমাদের সঙ্গে এসো । বাইরে পুলিশ ভ্যান অপেক্ষা করছে...
2531
2531
হ্যালো, সেন্ট ভলাদিমির হাসপাতাল... দুর্ঘটনা ?..মল্টাস স্ট্রিটে? অ্যাম্বুলেন্স পাঠাচ্ছি ।
এর এখনও জ্ঞান ফেরেনি...
হ্যাঁ, মনে হচ্ছে মাথায় আঘাত লেগেছে...
এখন বরং অন্যদের আনা যাক...
খুব দরকারি এই মাথায় আঘাত !.. আয় কুট্টুস । এখনই,নইলে আর পালানো যাবে না..
আঃ ! বুদ্ধিটা ভালই কাজে দিয়েছে । ... আবার রাজপ্রাসাদে যাব ।
যেভাবেই হোক, রাজার সঙ্গে দেখা করব ।
আর এবার আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না !...
A-11

A-11
A-11
তোমার লাগেনি তো ?
না, ধন্যবাদ । কিছু হয়নি, রাজামশাই ।
হুজুর, সাবধান ! এই তরুণ নৈরাজ্যবাদী চেষ্টা করছে, যাতে...
?
গুলি করবেন না, রাজামশাই । দয়া করে শুনুন । আমি নৈরাজ্যবাদী নই । আমি আপনাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলাম । ওরা এখনও আপনার রাজদণ্ড চুরির চেষ্টা করছে ।
কী বলছ ?
সত্যি, রাজামশাই । প্রোফেসর আলেমবিক ধোঁকাবাজ । সিলদাভিয়ায় মহাফেজখানায় গবেষণাটা ওঁর একটা ছল । উনি ও ওঁর সঙ্গীসাথীরা আপনার রাজদণ্ড চুরি করে আপনাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চান !
এ কি সম্ভব ?
ইতিমধ্যে...
এই লোকটিও আছে ওই দলে । আমি যাতে আপনার সঙ্গে কথা বলতে না পারি, সেই চেষ্টাই ও করেছিল ।
এই লোকটিও ষড়যন্ত্রে আছে ?
সব মিথ্যে হুজুর
মিথ্যে বলছে হুজুর । আমি...
এখনও প্রাসাদে গিয়ে আমার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করো ...এই যুবককে নিয়ে আমি নিজে ক্রোপো দুর্গে যাব, দেখব ও সত্যি বলছে কি না !...
আরও জোরে রাজামশাই । আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা যায় না...
এবার আমরা রত্নভাণ্ডার যেতে পারি কি ? মুকুট ও রাজদণ্ডের ছবি তুলব ?...
অবশ্যই

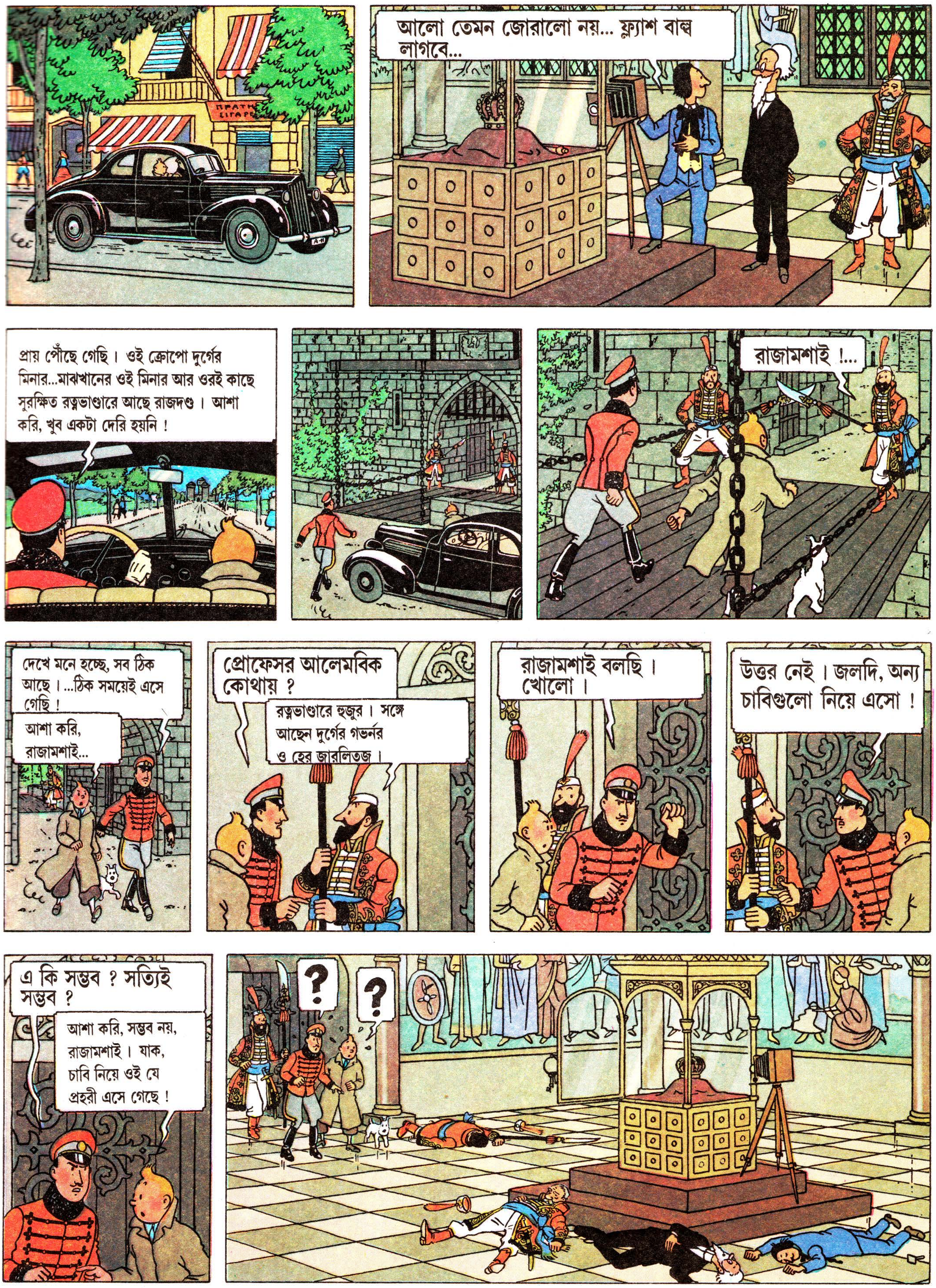
আলো তেমন জোরালো নয়... ফ্ল্যাশ বাল্ব লাগবে...
প্রায় পৌঁছে গেছি । ওই ক্রোপো দুর্গের মিনার...মাঝখানের ওই মিনার আর ওরই কাছে সুরক্ষিত রত্নভাণ্ডারে আছে রাজদণ্ড । আশা করি, খুব একটা দেরি হয়নি !
রাজামশাই !...
দেখে মনে হচ্ছে, সব ঠিক আছে । ...ঠিক সময়েই এসে গেছি !
আশা করি, রাজামশাই...
প্রোফেসর আলেমবিক কোথায় ?
রত্নভাণ্ডারে হুজুর । সঙ্গে আছেন দুর্গের গভর্নর ও হের জারলিতজ ।
রাজামশাই বলছি । খোলো ।
উত্তর নেই । জলদি, অন্য চাবিগুলো নিয়ে এসো !
এ কি সম্ভব ? সত্যিই সম্ভব ?
আশা করি, সম্ভব নয়, রাজামশাই । যাক, চাবি নিয়ে ওই যে প্রহরী এসে গেছে !
?
?

পরের দিন সকালে...
লর্ড চেম্বারলেন, এখনও রাজদণ্ড উদ্ধার করতে পারেননি ?
না, হুজুর ।...তবে দু'জন গোয়েন্দাকে আমি কাজে লাগাচ্ছি,ওঁরা এখনই এসে যাবেন ।
দুম
মনে হচ্ছে ওদের চিনি ।
কী হচ্ছে ওখানে ? যান, খবর নিন ।
?
হুম, আমরাই গোয়েন্দা... হুম...আমরা ...আমরা পা পিছলে পড়ে গেছি...
হ্যাঁ...আমরা পড়ে গেছি...
হুজুর, এরা হচ্ছেন মিঃ জনসন ও মিঃ রনসন, স্বীকৃত গোয়েন্দা...
আপনাদের স্বাগত জানাই
হুজুর, আপনি অত্যন্ত সদাশয়...
সত্যি বলতে কী, অতীব আনন্দের ...
আমাদের ডাকেএত তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন, আমাদের সাহায্য করছেন, এর জন্য ধন্যবাদ । ইনি মিঃ টিনটিন, ঘটনার বিবরণ এঁর কাছেই পাবেন ।
আমি কখনও ...
রাজদণ্ড কেউ একজন চুরি করেছে । রত্নভাণ্ডারে ঢুকে দেখি দুর্গের গভর্নর, তাঁর দু'জন সহচর, জারলিত্জ ও প্রোফেসর অ্যালেমবিক অচেতন হয়ে পড়ে আছেন । সকালে ওঁদের জ্ঞান ফিরেছে
ওদের জেরা করা হয়েছে ?...
হ্যাঁ । ওঁদের বিবৃতি হুবহু এক । জারলিত্জ ফ্ল্যাশ বাল্ব টেপামাত্রই সারা ঘর ধোঁয়ায় ভরে যায় । ওঁদের দম বন্ধ হয়ে আসে, ওঁরা জ্ঞান হারিয়ে...
কিন্তু...হুম...কেউ কি হারিয়ে... ওঁদের তল্লাশি করার কথা ভেবেছে ?
প্রহরীদের বর্শা, ক্যামেরার ট্রাইপড সবই খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে, তন্নতন্ন করে খুঁজে ঘরে কোথাও চোরাপথও পাওয়া যায়নি । শুধু একটা দরজা দিয়েই চোর পালাতে পারে । সেখানেও দু'জন প্রহরী ছিল । তারা কাউকে যেতে দেখেনি । ...
মহারাজ, এ-সবই শিশুসুলভ মনে হচ্ছে । আপনি অনুমতি দিলে আমরা দেখাব কীভাবে রাজদণ্ড চুরি হয়েছে ।
বেশ । আমরা সবাই যাব !...
যা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও ওরা সপ্রতিভ !
সাবধান ।
মেঝে বেশ পিছল...

এই হল রত্নভাণ্ডার, আর এখানেই ছিল রাজদণ্ড...
মহারাজ, আগেই বলেছি পুরো ব্যাপারটাই শিশুসুলভ !
ঘটনাটা এই : উপস্থিত পাঁচজনের মধ্যে একজন ছিল ষড়যন্ত্রে । ধোঁয়া বেরনো মাত্রই সে পড়ে যায়, তবে সে নাকে রুমাল চাপা দিয়েছিল । সে যখন দেখল অন্যরা অজ্ঞান হয়ে গেছে, তখনই উঠে কাচের বাক্স খুলে রাজদণ্ডটা হাতিয়ে জানলা খুলে প্রাঙ্গণে ফেলে দেয় । তারই এক সহচর ওটা নিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে ।
অসম্ভব ! প্রাঙ্গণে পাহারা থাকে । প্রহরীরা ছাড়া আর কেউ ওখানে যেতেও পারে না । প্রহরীরা সন্দেহের ঊর্ধ্বে । রাজাকে বিশ্বাসঘাতকতা করার চেয়ে ওরা বরং মৃত্যুকেই বেছে নেবে ।
সত্যি বলতে কী, মিনারের এদিকে যে পাহারা দিচ্ছিল, সে জানলা খোলার শব্দ শুনলেও,অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পায়নি ।
ঠিক কথা । কেল্লা ঘিরে যে উঁচু জমিটা, রাজদণ্ডটা সেখানেই ছুড়ে দিয়েছিল চোর । ওর সহচর সেটা কুড়িয়ে নিয়ে চম্পট দেয় ।
দেখাই যাক ...ঠিক রাজদণ্ডের মতো কিছু একটা আমাকে এনে দিতে পারেন?
অবশ্যই...
উঁচু জমিটা এখান থেকে অন্তত ১০০ গজ । ...জাফরিও আছে ।
তাতে কী ? নিশানা ঠিক থাকলেই হল ।
এই যে ...এতে কাজ হবে ?
চমৎকার ।
এবার দেখাচ্ছি...
খটাস
?
ঠিক কীভাবে ছুড়তে হবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ।
এবার লক্ষ করো !
খটাস
?
নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন, রাজদণ্ড এভাবে এই ঘর ছেড়ে যায়নি !...
হ্যাঁ, হ্যাঁ । হয়তো । যাই হোক, আমরা অ্যালেমবিক ও জারলিত্‌জকে জেরা করব ।
হুজুর ! হুজুর ! শেষপর্যন্ত আপনার দেখা পেলাম !
?

হুজুর !...অবিশ্বাস্য...প্রোফেসর আলেম্বিক ও জারলিত্‌জ...
...জেলখানা থেকে পালিয়ে গেছে, হুজুর ! ওয়ার্ডরদের মধ্যে ওদের সহচর ছিল । ওদের সঙ্গে চারজন ওয়ার্ডারও নিখোঁজ !
রাজদণ্ডের নামে শপথ !
সহচর !...সহচর !...ওরা আছে সব জায়গায় ! চক্রান্তের জাল ভালই বিছিয়েছে । সব শেষ !
মহারাজ, আমাদের ওপর ছেড়ে দিন । সপ্তাহ, মাস, না হয় বছর লাগতে পারে । কিন্তু রাজদণ্ড আমরা উদ্ধার করবই !...
ভদ্রমহোদয়গণ, মাত্র তিনদিন সময় । সেন্ট ভ্লাদিমির দিবসে যদি আমার রাজদণ্ড না থাকে, আমাকে গদি ছাড়তে হবে !
কলম্বাস বলেছিলেন, "মাত্র তিনদিন । আমি তোমাদের একটা নতুন পৃথিবী দেব । "শপথ নিচ্ছি, মহারাজ, রাজদণ্ড ফিরিয়ে আনব, হাত, পা, বেঁধে...
ধন্যবাদ । আপনাদের সাফল্য কামনা করি ।
এবার আমাদের মান-সম্মান জড়িত । রাজদণ্ড খুঁজে আনব । কথা দিয়েছি । কথা রাখব ।
কথা রাখতেই হবে !
সেন্ট ভ্লাদিমির ওঁদের রক্ষা করুন...ওঁরা সফল হবেন...তা ই না ?
রাজামশাই, আমিও তাই চাই ।
যাই হোক, আমি এই রহস্যের সমাধান করতে চাই । আপনি অনুমতি দিন
ধন্যবাদ বন্ধু । যা-ই ঘটুক তুমি আমার জন্য যা করেছ আমি ভুলব না ।
রাজদণ্ড কী ভাবে চুরি হয়েছে, সেটা জানাই জরুরি ।
!? !
ইউরেকা ইউরেকা পেয়েছি

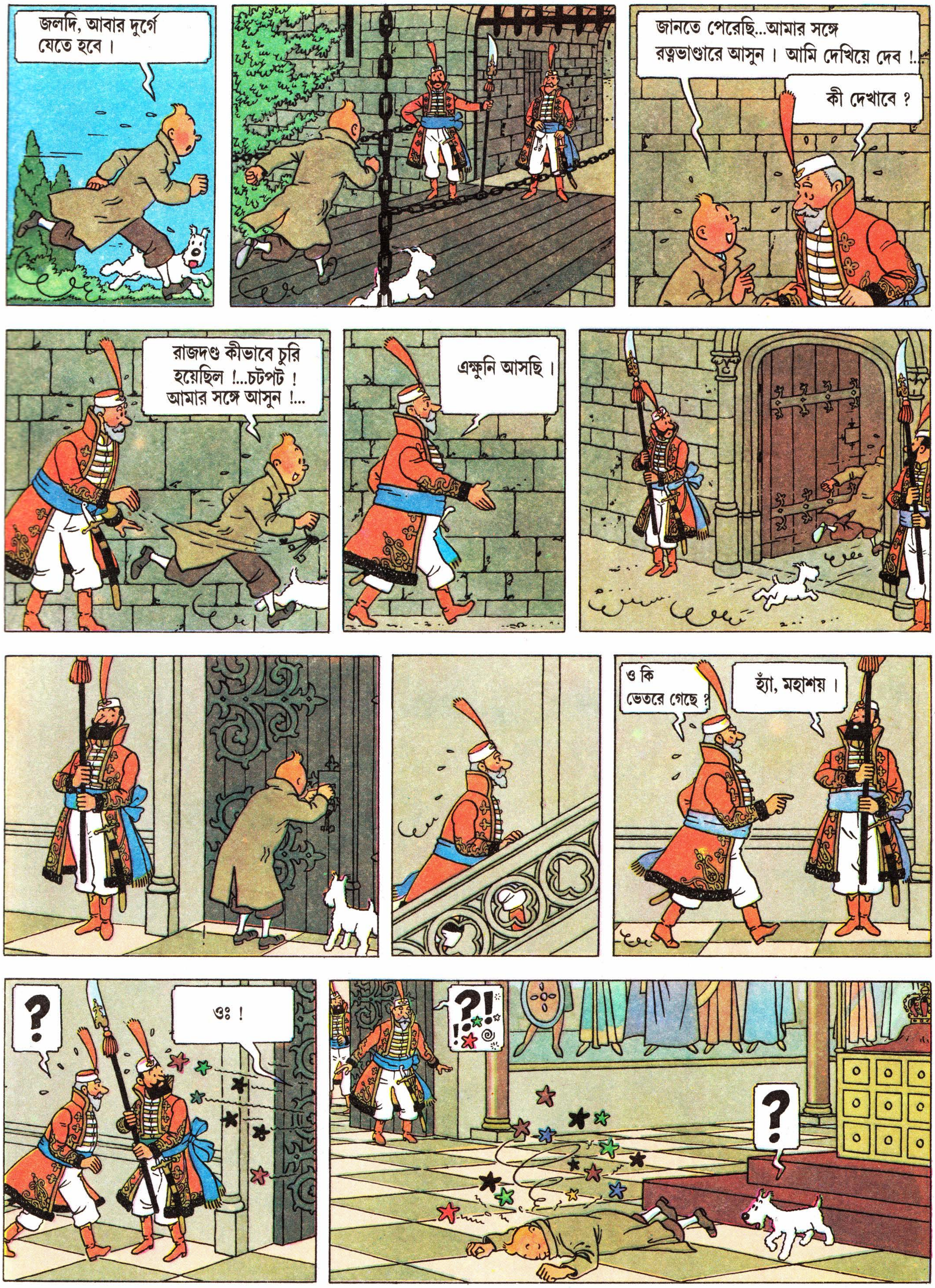
জলদি, আবার দুর্গে যেতে হবে ।
জানতে পেরেছি...আমার সঙ্গে রত্নভাণ্ডারে আসুন । আমি দেখিয়ে দেব !...
কী দেখাবে ?
রাজদণ্ড কীভাবে চুরি হয়েছিল !...চটপট ! আমার সঙ্গে আসুন !...
এক্ষুনি আসছি ।
ও কি ভেতরে গেছে ?
হ্যাঁ, মহাশয় ।
?
ওঃ !
?!
?

কী হয়েছে ? চটপট বলো !...
ক্যামেরা । ...ক্যামেরাটা দেখুন !...
এটা কি স্প্রিং ?...
হ্যাঁ । এই স্প্রিংটা বেরিয়ে এসে আমার মুখে আঘাত করল, আমি পড়ে গেলাম !...
কী আশ্চর্য ! কীভাবে এই স্প্রিংটা আবিষ্কার করলে ।
খেলনার দোকানে একটা স্প্রিং বন্দুক দেখে মনে হল, নকল ক্যামেরার ভেতরে লুকনো স্প্রিং দিয়ে রাজদণ্ড দূরে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল । আমার অনুমান সত্যি !...
দেখুন । দুই গোয়েন্দার ব্যবহৃত এই লাঠিটা টিউবের ভেতরে রাখলাম ।
জানলা ঘেঁষে ক্যামেরা রেখে রাজদণ্ডের বদলে লাঠিটা বাইরে গলিয়ে দিলাম...
এবার শাটার টিপলাম, আরে...
নদী পেরিয়ে ওটা বনে গিয়ে পড়েছে... এবার ওখানে গিয়ে দেখব ।
নদীর তীরে একটা নৌকা দেখতে পাবে...
?

বোকা জারলিতজ আমাদের কথামতো ওটা নদীর তীরে বার্চগাছগুলো লক্ষ্য করে ছোঁড়ে, তা হলে অনেক আগেই পেয়ে যেতাম।
!
তার মানে ওরা এখনও ওটা পায়নি !.. এখনই ফিরে গিয়ে এই বনটা ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।
হুর্‌রে !...
?
হুর্‌রে ! পেয়েছি !
!
এবার বাকি লোকগুলোর চোখে ধুলো দিতে হবে...
যাঃ ! ওরা ধরে ফেলল !
হ্যাঁ, পাকড়াও করেছি !
রাজদণ্ড, কুট্টুস !...রাজদণ্ডকে রক্ষা কর !

আয় এদিকে, আয় বলছি !...
নদীতে ঝাঁপ দিচ্ছি। ওরা আমাকে ধরুক দেখি !
?
!
গুড়ুম
গুড়ুম
সাবধান, পুলিশ !
বেচারা টিনটিন !
রাজদণ্ড কোথায় ?
ফের ওদের হাতে গেছে। কুট্টুস ওটা রাখতে পারেনি।
দেরি হয়ে গেছে !

আমি এখানে জানলে কী করে ?
কেল্লায় ফিরে জানলাম নদী পেরিয়ে এদিকে এসেছ !
রাজা আসছেন । ওঁকেও ওরা জানিয়েছে । উনি ব্রিজ ঘুরে এলেন, আর আমরা নদী পেরোলাম নৌকোয় ।
কী হয়েছে ?
রাজদণ্ড নিয়ে গুণ্ডারা গাড়িতে পালিয়েছে !... আপনার গাড়িটা দিলে আমরা তিনজন ওদের ধরার চেষ্টা করব ।...
ওরা খুব একটা এগোতে পারেনি । শিগগির ওদের ধরে ফেলব ।
আমাদের পেট্রল প্রায় ফুরিয়ে এল । প্রথম যে পেট্রল পাম্পটা পাব সেখানেই থামতে হবে ।...
আঃ, ওই তো পেট্রল পাম্প...
পাঁচ গ্যালন !...তাড়াতাড়ি !...
সীমান্ত আরও কুড়ি মাইল । আধ ঘণ্টার মধ্যেই । সিলদাভিয়া পেরিয়ে যাব । রাজদণ্ড নিয়ে তখন আর চিন্তা থাকবে না !
রাজার গাড়ি ! ওরা পিছু নিয়েছে

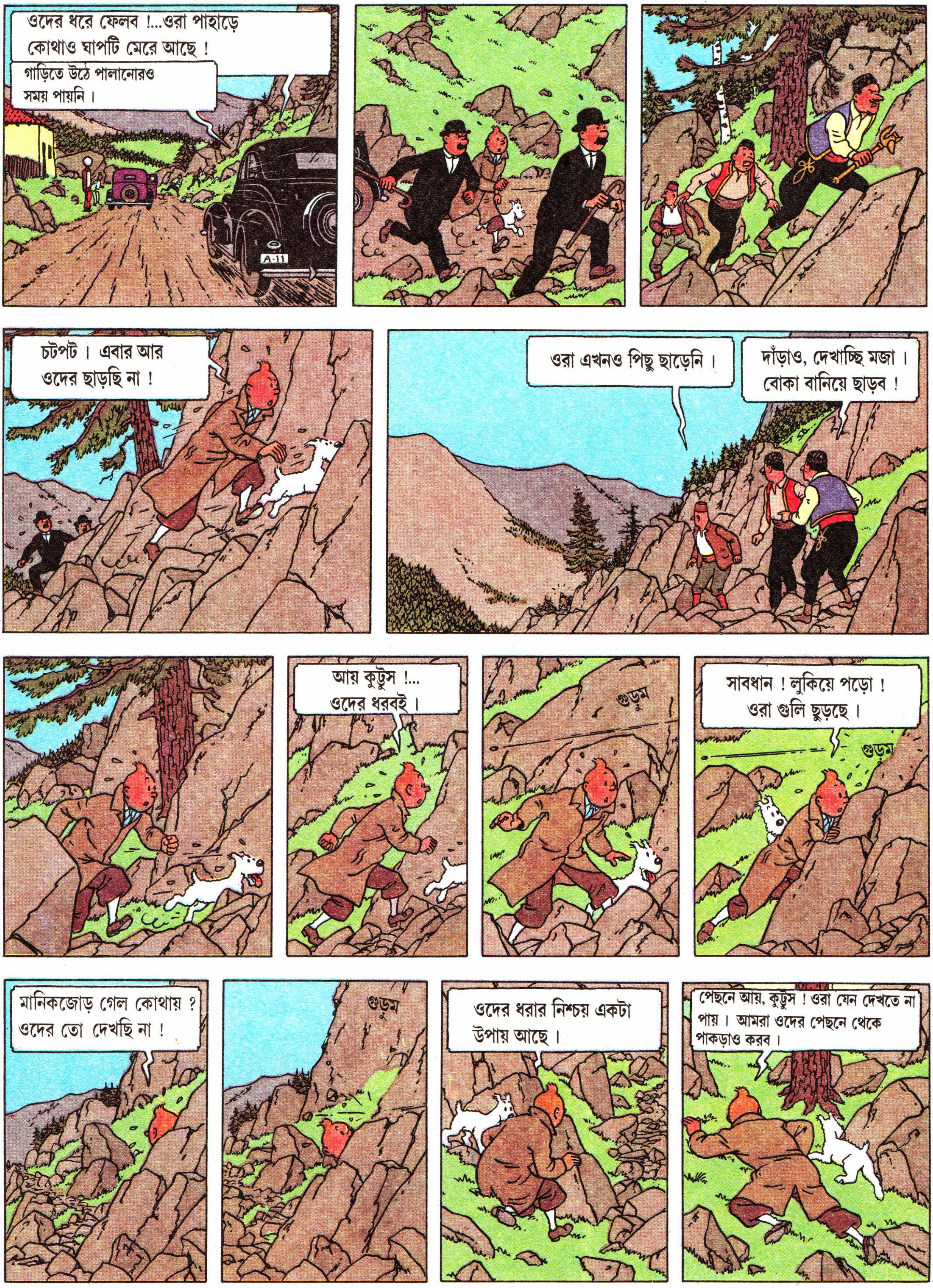
ওদের ধরে ফেলব !...ওরা পাহাড়ে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে !
গাড়িতে উঠে পালানোরও সময় পায়নি ।
A-11
চটপট । এবার আর ওদের ছাড়ছি না !
ওরা এখনও পিছু ছাড়েনি ।
দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা । বোকা বানিয়ে ছাড়ব !
আয় কুট্টুস !... ওদের ধরবই ।
গুড়ুম
সাবধান ! লুকিয়ে পড়ো ! ওরা গুলি ছুড়ছে ।
গুড়ুম
মানিকজোড় গেল কোথায় ? ওদের তো দেখছি না !
গুড়ুম
ওদের ধরার নিশ্চয় একটা উপায় আছে ।
পেছনে আয়, কুট্টুস ! ওরা যেন দেখতে না পায় । আমরা ওদের পেছনে থেকে পাকড়াও করব ।

তৃতীয় ব্যক্তিটি কোথায় ?
কোনও সাড়াশব্দ নেই ।
হয়তো ওর গুলি লেগেছে । ওই তো বাকি দু'জন !
হাত তোলো !
এখন বুঝতে পারছি ! তোমরা আমাদের পথ আটকেছ, আর এক সঙ্গী রাজদণ্ড নিয়ে পালিয়েছে ।
চটপট আপনারা এই দু'জনকে নজর রাখুন !...আমি যাচ্ছি
সজ্প্লাগ ! ব্যাপারটা গোলমেলে...ও এখনও আমার পিছু ছাড়েনি !...
অন্ধকার হয়ে এল...এভাবে বেশিক্ষণ চলতে দেওয়া যায় না ।
আর এগনো যায় না...এখানেই রাত কাটাতে হবে !...
ভোরের অপেক্ষায় আছি । উপায় কী !...
পরের দিন ভোরে...
চল কুট্টুস ! রাজদণ্ড উদ্ধার করতেই হবে !
আয়, হনহন করে হাঁটি গা গরম থাকবে ।

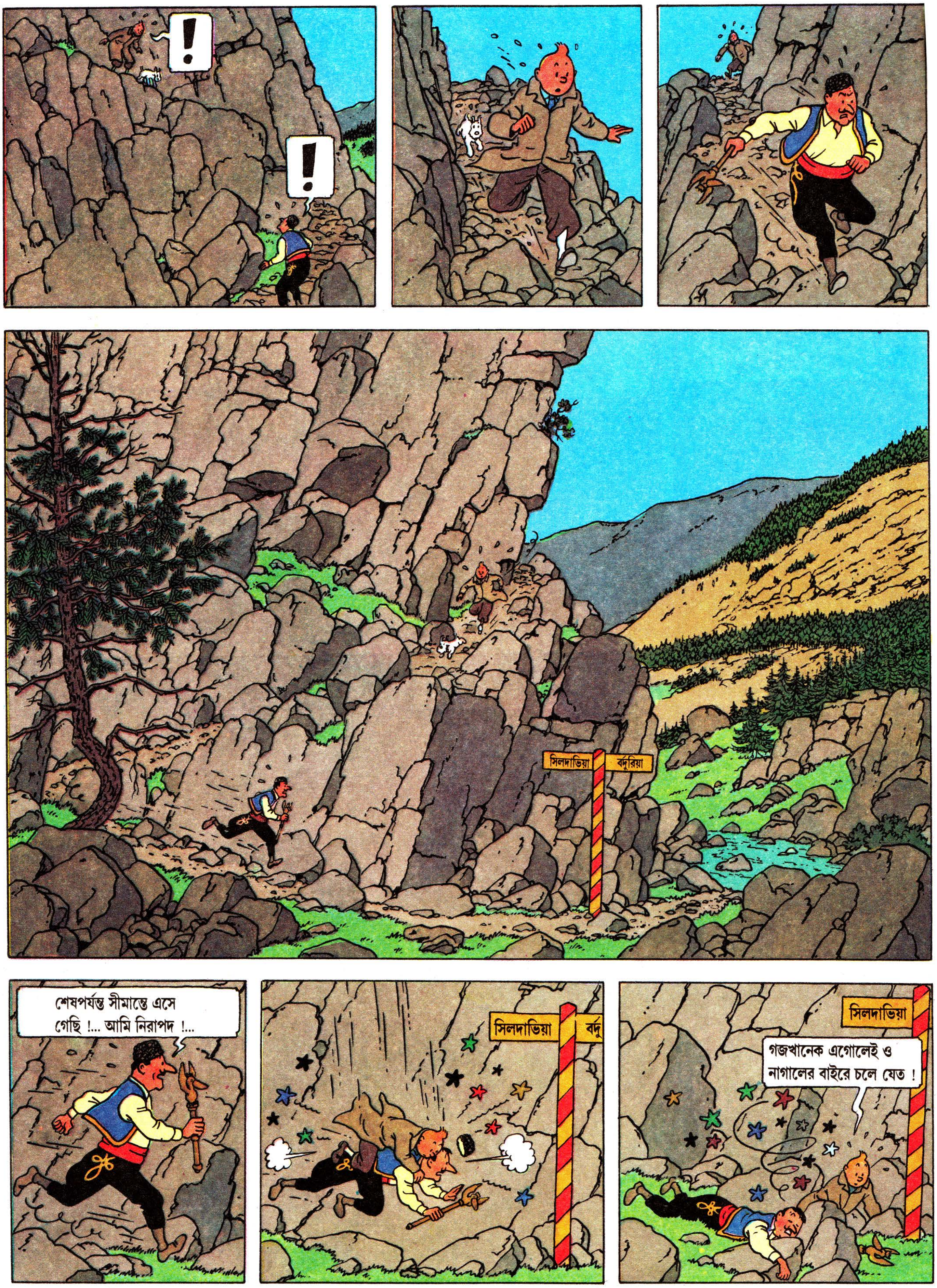
!
!
সিলদাভিয়া
বর্দুরিয়া
শেষপর্যন্ত সীমান্তে এসে গেছি !... আমি নিরাপদ !...
সিলদাভিয়া
বর্দু
সিলদাভিয়া
গজখানেক এগোলেই ও নাগালের বাইরে চলে যেত !

এমন লম্ফঝম্ফ করলে একদিন তোমার ঘাড় মটকে যাবে !...
তল্লাশি করে দেখি...বাঃ ! এই তো পাওয়া গেছে...
?
জেড. জেড. আর. কে. ১২৩৯
গোপন
ঝটিকাবাহিনীর কমান্ডারদের প্রতি
বিষয় : ক্ষমতা দখল
সিলদাভিয়ায় যেভাবে ক্ষমতা দখল করা হবে, তার প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি । সেন্ট ভ্লাদিমির দিবসের আগে আমাদের প্রচারশাখার গুপ্তচররা গণ্ডগোল বাধাবে ও বর্দুরিয়ানদের যাতে মারধোর করা হয়, তার ব্যবস্থা করবে ।
সেন্ট ভ্লাদিমির দিবসে দুপুর বারোটায় ঝটিকাবাহিনী ক্লো রেডিও বিমান, গ্যাস এবং দুর্গ ইত্যাদি দখল করবে ।
মুশলার
জেড. জেড. আর. কে. ১২৪০
গোপন
ঝটিকাবাহিনীর কমান্ডারদের প্রতি
বিষয় : ক্ষমতা দখল
আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি ক্লো রেডিও আমাদের হাতে এলেই আমি অস্ত্র গ্রহণের আহ্বান জানাব ।
বর্দুরিয়ার সাঁজোয়া গাড়ি তখন সিলদাভিয়া সীমান্তে ঢুকবে ও রাজা দ্বাদশ মুশকরের অত্যাচার থেকে আমাদের স্বদেশকে রক্ষা করবে ।
বর্দুরিয়ান বাহিনী বিকেল পাঁচটায় ক্লো শহরে পৌঁছবে ।
মুশলার
এক মুহূর্তও নষ্ট করা যায় না । যত তাড়াতাড়ি পারি ক্লো শহরে ফিরব ।
পায়ে হেঁটে নিশ্চয় নয় !
কী হল আমার ?
ওঃ ! বুঝতে পেরেছি... গতকাল থেকে কিছু খাইনি ! কিছু খাওয়া দরকার !
ওই যে, একটা বাড়ি দেখতে পাচ্ছি । তবে, সীমান্তের ওপারে ! কিছু করার নেই ! প্রচণ্ড খিদে !
বর্দুরিয়ার সীমান্ত চৌকি !...

চলে আয় ! সে এসে গেছে...আমি কেটে পড়ছি !
গুড়ুম
উফ
উফ
সিলদাভিয়ান গুপ্তচর ! বিপজ্জনক । ওকে পাকড়াও করতেই হবে !...
খুঁজে দ্যাখো । ওই ঘরে হয়তো লুকিয়ে আছে...
না, পালিয়েছে... চলে এসো !
কী হয়েছে ওর ?
ঘোঁত
ও এমন করছে কেন ?
ঘোঁত
ঘোঁত
ঘোঁত
পেপ...চু !... মরিচগুঁড়ো....আ....চু !
মরিচগুঁড়ো ছড়িয়েছে ! কুকুরটা যাতে গন্ধ না পায় !

পরের দিন...
খোলা আকাশের নীচে দুটো রাত কাটল ! ক্লান্ত । রাস্তা খুঁজে না পেলে সময়ে পৌঁছতে পারব না !
বর্দুরিয়ান জঙ্গি বিমান !
চাকা নামিয়েছে । নামছে কোথায় ?
?
একটা প্লেনে উঠতে পারলে এক ঘণ্টারও কম সময়ে ক্লো পৌঁছব ।
সব ঠিক আছে ?
সব ঠিক । ...সীমান্ত ঘুরে দেখে এলাম !
শুনলাম কাল দুপুরে মুসলার বেতারে ভাষণ দেবে...তার একঘণ্টা পর আমাদের বাহিনী ক্লো শহরে নামবে ।
?!
এবার সোজা ক্লো যাব !...
অন্ধকার হয়ে আসছে... রাতের আগে ওখানে পৌঁছতে পারব না...
হ্যালো ? সদর দফতর ?...৩৪ নং ফাঁড়ি থেকে বলছি । বর্দুরিয়ার বিমান সীমান্ত পেরিয়ে ক্লো যাচ্ছে...কী করব ?
আদেশ দেওয়াই আছে, গুলি করে নামান !...

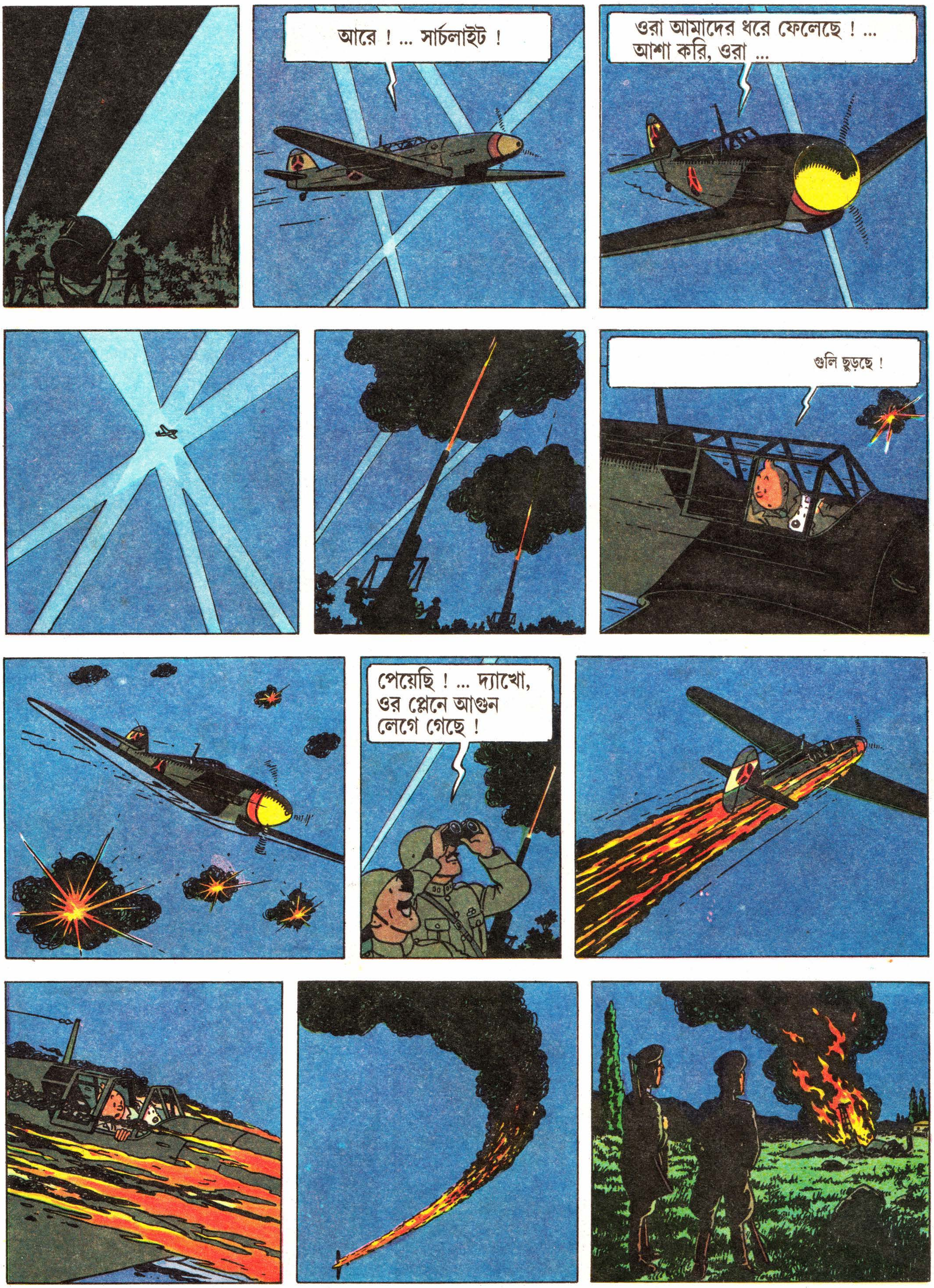
আরে ! ... সার্চলাইট !
ওরা আমাদের ধরে ফেলেছে ! ... আশা করি, ওরা ...
গুলি ছুড়ছে !
পেয়েছি ! ... দ্যাখো, ওর প্লেনে আগুন লেগে গেছে !

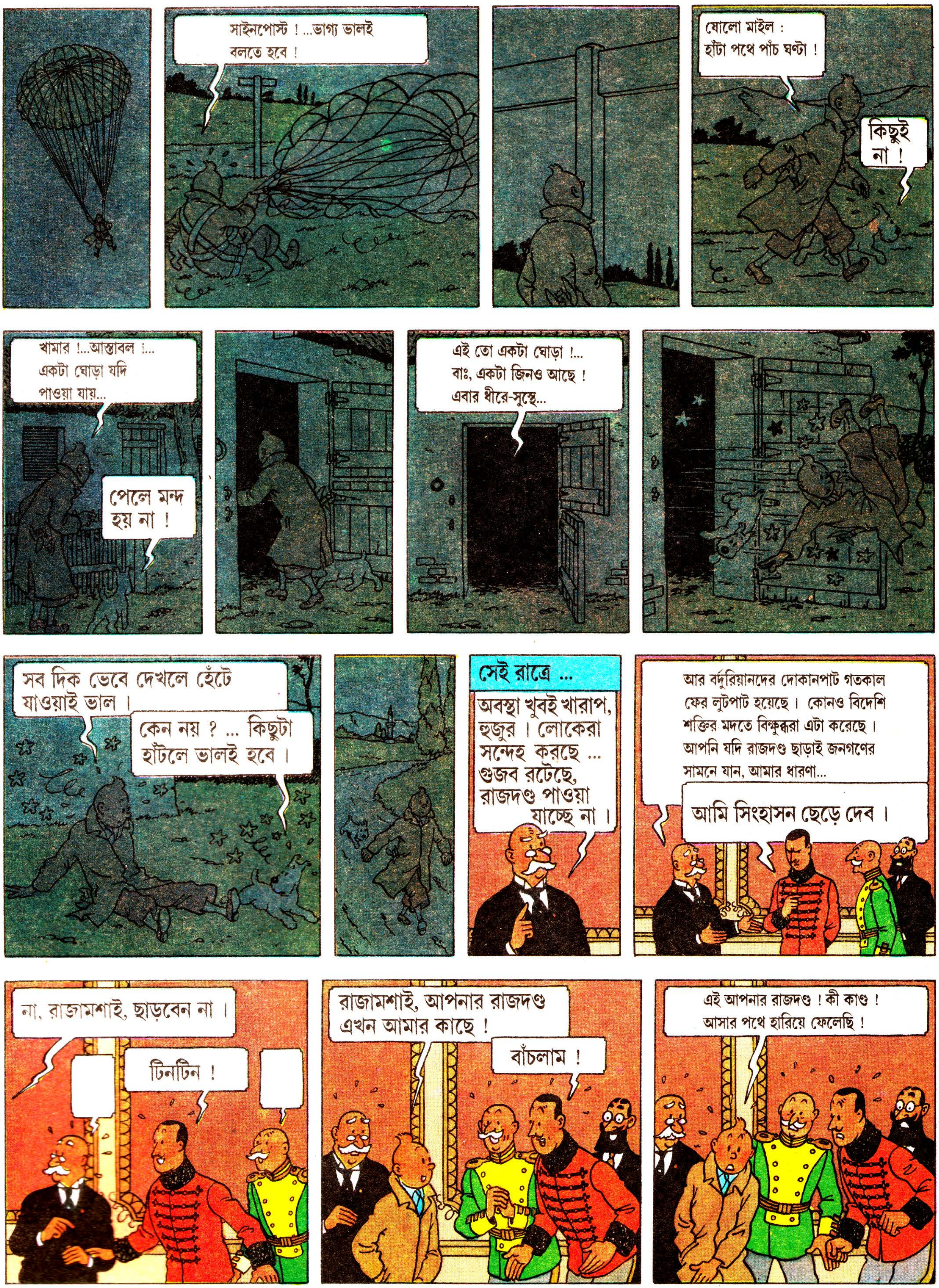
সাইনপোস্ট !...ভাগ্য ভালই বলতে হবে !
ষোলো মাইল : হাঁটা পথে পাঁচ ঘণ্টা !
কিছুই না !
খামার !...আস্তাবল !... একটা ঘোড়া যদি পাওয়া যায়...
পেলে মন্দ হয় না !
এই তো একটা ঘোড়া !... বাঃ, একটা জিনও আছে ! এবার ধীরে-সুস্থে...
সব দিক ভেবে দেখলে হেঁটে যাওয়াই ভাল ।
কেন নয় ? ... কিছুটা হাঁটলে ভালই হবে ।
সেই রাত্রে ...
অবস্থা খুবই খারাপ, হুজুর । লোকেরা সন্দেহ করছে ... গুজব রটেছে, রাজদণ্ড পাওয়া যাচ্ছে না ।
আর বর্দুরিয়ানদের দোকানপাট গতকাল ফের লুটপাট হয়েছে । কোনও বিদেশি শক্তির মদতে বিক্ষুব্ধরা এটা করেছে । আপনি যদি রাজদণ্ড ছাড়াই জনগণের সামনে যান, আমার ধারণা...
আমি সিংহাসন ছেড়ে দেব ।
না, রাজামশাই, ছাড়বেন না ।
টিনটিন !
রাজামশাই, আপনার রাজদণ্ড এখন আমার কাছে !
বাঁচলাম !
এই আপনার রাজদণ্ড ! কী কাণ্ড ! আসার পথে হারিয়ে ফেলেছি !

টিনটিনের পকেট থেকে রাজদণ্ড পড়ে যাওয়ার সময় ভাগ্যিস দেখতে পেয়েছিলাম।
!
???
বেঁচে গেছি !...আমি বেঁচে গেছি ! কী আনন্দই না হচ্ছে।
আমি আর-একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি...
শয়তানদের কাছ থেকে আমি এটা পেয়েছি।
'ক্ষমতার দখল' !... মুশলারের সই !...প্রহরীদের নেতা মুশলার !
এখনই মুশলার ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার করো !
জো হুকুম !...
জেনারেল, কাল সকাল আটটার মধ্যে সেনাবাহিনী সীমান্ত বরাবর মোতায়েন হয়ে যাবে। ওরা বিদ্রোহীদের আক্রমণ রুখতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি পাহারা দেবে...
আচ্ছা, হুজুর !
কয়েক ঘণ্টা পরে...
কোঁকর-কোঁ
গুড়ুম
গুড়ুম
গুলির শব্দ !...

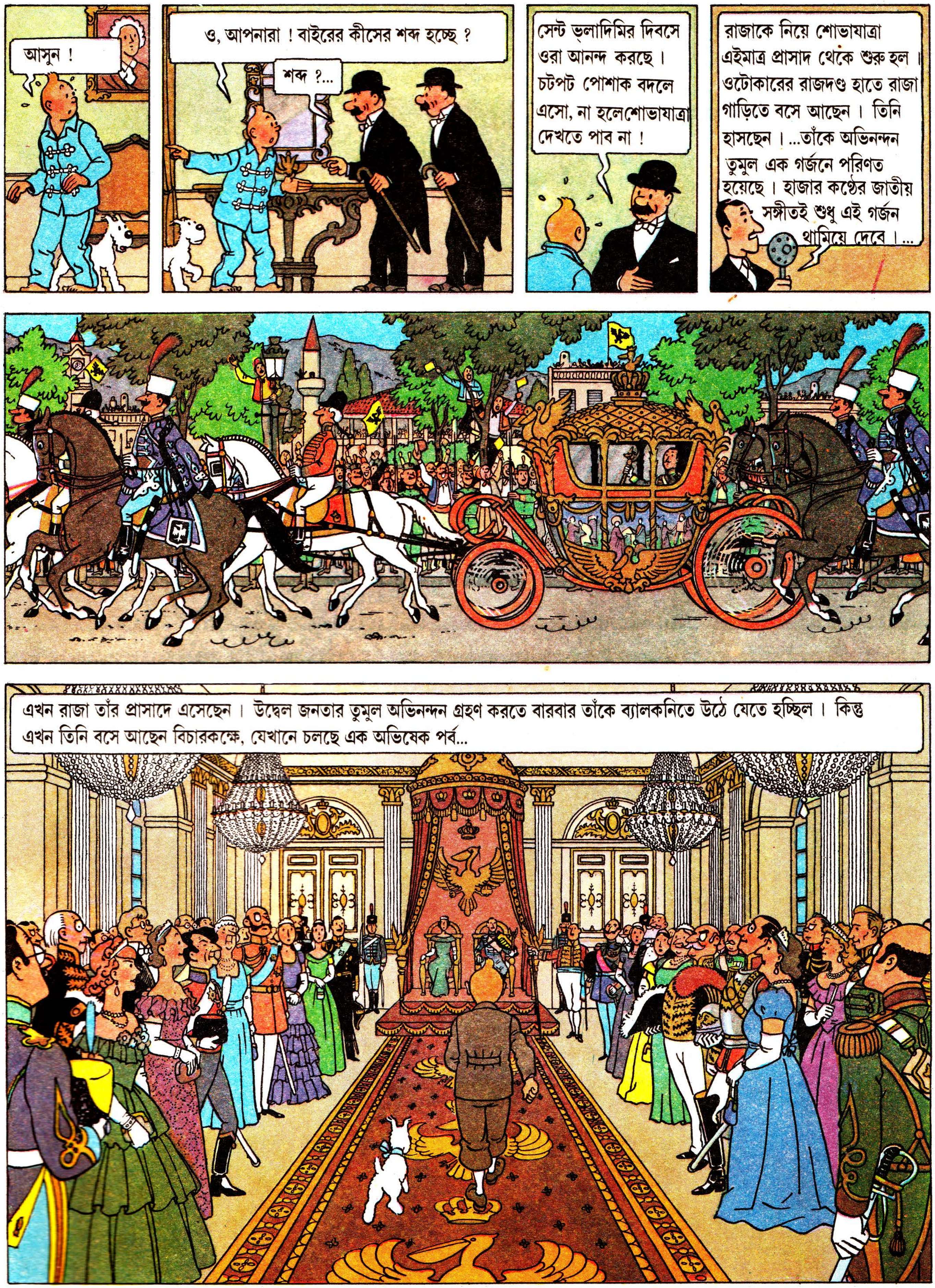
আসুন !
ও, আপনারা ! বাইরের কীসের শব্দ হচ্ছে ?
শব্দ ?...
সেন্ট ভ্লাদিমির দিবসে ওরা আনন্দ করছে। চটপট পোশাক বদলে এসো, না হলেশোভাযাত্রা দেখতে পাব না !
রাজাকে নিয়ে শোভাযাত্রা এইমাত্র প্রাসাদ থেকে শুরু হল। ওটোকারের রাজদণ্ড হাতে রাজা গাড়িতে বসে আছেন। তিনি হাসছেন। ...তাঁকে অভিনন্দন তুমুল এক গর্জনে পরিণত হয়েছে। হাজার কণ্ঠের জাতীয় সঙ্গীতই শুধু এই গর্জন থামিয়ে দেবে। ...
এখন রাজা তাঁর প্রাসাদে এসেছেন। উদ্বেল জনতার তুমুল অভিনন্দন গ্রহণ করতে বারবার তাঁকে ব্যালকনিতে উঠে যেতে হচ্ছিল। কিন্তু এখন তিনি বসে আছেন বিচারকক্ষে, যেখানে চলছে এক অভিষেক পর্ব...

ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আমাদের দীর্ঘ ইতিহাসে কখনও কোনও বিদেশিকে সোনালি পেলিক্যান খেতাব দেওয়া হয়নি। কিন্তু আজ আমি আমার মন্ত্রীদের পূর্ণ সম্পতিক্রমে এই সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করছি টিনটিনকে। আমাদের দেশের জন্য তিনি যা করেছেন, তার জন্যই এই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন।
টিনটিন, তোমার জন্য সোনালি পেলিক্যান নাইটের খেতাব।
হুরে!
হুরে!
কয়েকদিন পরে...
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক
মন্ত্রীর কার্যালয়
আমরা তদন্ত করে যা জানতে পেরেছি, শুনুন। লৌহপ্রহরীদের নেতা মুশলার ও তার অনুগামীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ওরা আসলে জেড. জেড. আর. কে.— জিলদার জেন্ট্রাল রেভোলিউশনারি কমিতজাত। ওরা আমাদের রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশটাকে বর্দুরিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল...
মুশলারের বাড়ি থেকেই ধরা হয়েছে প্রোফেসর আলেমবিককে। রাজদণ্ড চুরি করে ওখানেই তিনি লুকিয়ে ছিলেন। এই পুস্তিকাটি ওঁর কাছেই পাওয়া গেছে...
স্তাসানভ, ইগর রাষ্ট্রদূত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বেলগ্রেডে ১৯১৩-য় শিলমোহর নিয়ে এক সম্মেলনে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়। ক্লো-র জাতীয় মহাফেজ খানায় গবেষণার জন্য উনি আমাকে এক পরিচয়পত্র দেন।
কাভিয়ারোভিচ সিলদাভিয়ান গুপ্তচর বিদেশে সিলদাভিয়ান সংগঠনগুলির ওপর নজর রাখেন। শিল্পীর ছদ্মবেশে থাকেন, আমাকে সন্দেহ করেন।
সাবধান! খতম
ওকে চিনি। আমার ঘরেই সে আরে, এ যে আমি!...
টিনটিন রিপোর্টার, আমার ব্রিফকেস ফেরত এনেছিল আমার শিলমোহরের সং ওকে দেখি ছিলাম সিলদা য়ায় আমার সফ কথা জা ব লাম আমার একজন সেক্রেটারি দরকার। আমার ওকে পাঠাব বলেছিলাম
অবিশ্বাস্য!... কিন্তু এই নোটবুকের মানেটা কী?...
আসল প্রোফেসর আলেমবিককে যাতে ওরা চিনতে পারে।... মুশলারের বাড়িতে এই ফোটোটাও পাওয়া গেছে। রহস্য-সমাধানে এটা সাহায্য করবে।

হেক্টর ও আলফ্রেড
২৫.৬.৪৭
যমজ ... আমি অনুমান করেছিলাম। ... কিন্তু আসল প্রোফেসরের কী হল ? ...
লন্ডনের খবরের কাগজগুলো পড়লাম। শোনো কী লিখেছে : সিলদাভিয়ার লোকদের এক বাড়িতে তল্লাশি চালানোর সময় পুলিশ প্রোফেসর আলেমবিককে উদ্ধার করেছে। রওনার আগে তাঁকে অপহরণ করা হয় ও তাঁর পাশপোর্ট কেড়ে নেওয়া হয়।
প্রোফেসরের চোখে চশমা দেখতে পেলাম না, তিনি আর ধূমপানও করছিলেন না ... সব বুঝতে পারছি ...
ইতিমধ্যে বর্দুরিয়ান ফৌজি সদর দফতরে ...
... আমরা শান্তিকামী, এটা প্রমাণ করতে, আমাদের সেনাবাহিনীকে সীমান্ত থেকে সরে আসার নির্দেশ দিয়েছি ...
পরের দিন ...
রাজা আজ সকালে টিনটিন এবং জনসন ও রনসনের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা রাজার কাছে বিদায় নিতে যান। পরে তাঁরা দওমা-সাউদাম্পটন সার্ভিসের উড়ুক্কু জলযানে ওঠেন ...
ক্লো বেতার
কয়েক ঘণ্টা পরে ...
ছ'টা বেজে দশ। আমরা ওখানে ...
!
!
কী কাণ্ড ! কিছুই বুঝতে পারছি না ...
আমরা সমুদ্রে পড়ে যাচ্ছি।

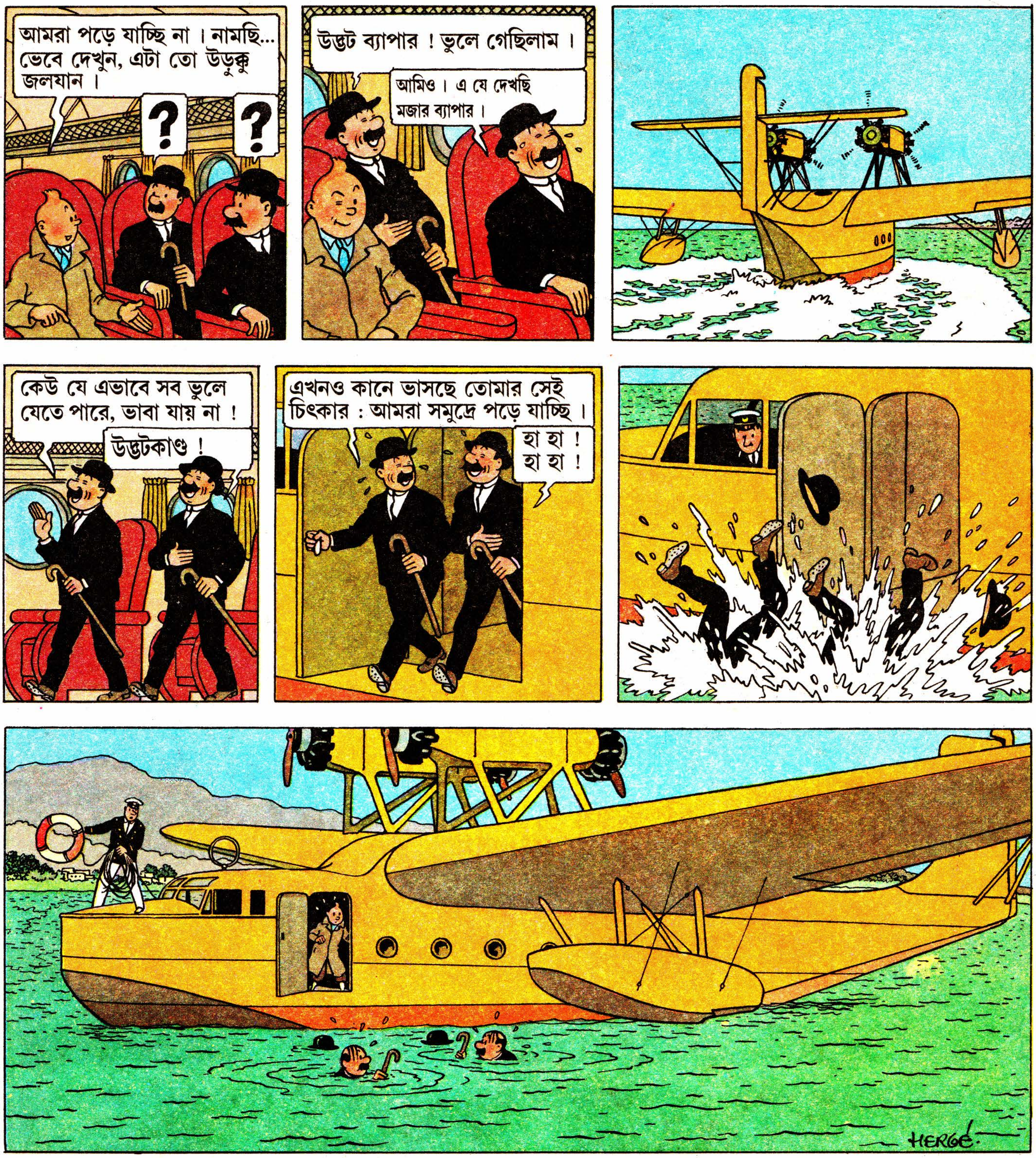
আমরা পড়ে যাচ্ছি না । নামছি... ভেবে দেখুন, এটা তো উড়ুক্কু জলযান ।
?
?
উদ্ভট ব্যাপার ! ভুলে গেছিলাম ।
আমিও । এ যে দেখছি মজার ব্যাপার ।
কেউ যে এভাবে সব ভুলে যেতে পারে, ভাবা যায় না !
উদ্ভটকাণ্ড !
এখনও কানে ভাসছে তোমার সেই চিৎকার : আমরা সমুদ্রে পড়ে যাচ্ছি ।
হা হা ! হা হা !
HERGÉ

eih bennek eih blavek

(সমাপ্ত)

অ্যার্জে-র দুঃসাহসী টিনটিন

বাংলায় টিনটিন কমিক্‌স সিরিজের বই

দুঃসাহসী টিনটিন-এর আরেকটি কমিক্‌স

হাঙরহ্রদের বিভীষিকা

অ্যার্জে-র অন্যান্য কমিক্‌স

জো-জেট জোকোর অ্যাডভেঞ্চার

কারামাকোর অগ্ন্যুৎপাত

গন্তব্য নিউইয়র্ক

গোখরো উপত্যকা

জন পাম্পের উত্তরাধিকার

ম্যানিটোবা জাহাজের রহস্য

9 788172 155742